করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই। কিন্তু তাহা আভাস-মাত্র; তা বই—তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারিবার মতো পরিষ্কার তত্ত্ব-নিরূপণ নহে। কর্ত্তব্য হ'চ্চে এখন—তিনের মধ্যগত একাত্মভাবের প্রকৃত বৃত্তান্তটি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা, তাহা হইলেই পাঠক এবং লেখকের মধ্যে বোঝা-পড়া'র গোলোযোগ মিটিয়া যাইবে;—অর্থাৎ, লেখক কোন্ কথা কি অর্থে বলিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিবার জন্য পাঠককে আর অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না।

প্রাণের অব্যক্ত-চেতনতা।

একটু স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাণ দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; এক নৌকা হ'চ্চে চেতনা, আর-এক নৌকা জড়তা। প্রাণের গতিও তদ্বৎ—অর্থাৎ দুই-নৌকায়-পা দেওয়া রকমের। সে গতি আর-কিছু-না—নিশ্বাস হইতে প্রশ্বাস, প্রশ্বাস হইতে নিশ্বাস; অন্নগ্রাহী কণ্ঠনলীর সঙ্কোচ হইতে বিকোচ, বিকোচ হইতে সঙ্কোচ; হৃৎপিণ্ডের উত্থান হইতে পতন, পতন হইতে উত্থান; এইরূপে এপাশ-ও-পাশ করিয়া হেলন-দোলন; এক কথায়—স্পন্দন।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য-দর্শন-রাজ্যে একটি পুরাতন কথাকে নূতন উপাধি দিয়া সাজানো হইয়াছে। উপাধিটি হ'চ্চে Subconscious। Subconsciousness একপ্রকার অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাচ্ছায়া; না তাহা ব্যক্ত-চেতনা'র দিবালোক—না তাহা অচেতনতা'র নিশান্ধকার—পরন্তু দুয়ের মাঝামাঝি; তাহা অব্যক্ত চেতনা। এই Subconscious উপাধিটি প্রাণের দুই-নৌকায়-ভর-দেওয়া প্রকৃতির সহিত দিব্য সংলগ্ন হয়। চলিত ভাষায় কথোপকথনের সময় প্রাণ এবং মনের মধ্যগত প্রভেদকে গ্রাহ্যের মধ্যে বড়-একটা আমল দেওয়া হয় না। "মন ঠাণ্ডা হ'ল", "প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল", এ দুই কথার মধ্যে, অথবা "মন চায়", "প্রাণ চায়", এই দুই কথার মধ্যে—ধরা-পাকড়া করিলে—প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু তথাপি—লৌকিক ধাঁচা'র কথাবার্ত্তার মাঝখানে সে প্রভেদ কাহারো বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনাকালে মন এবং বুদ্ধিকেই কেবল অন্তঃকরণের কোটায় স্থান দেওয়া হয়; প্রাণকে মনে করা হয় অচেতনতা-প্রযুক্ত অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। প্রাণ-বেচারা'র উপরে এইরূপ শক্ত আইন-জারি করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত করা বড় যে ভাল কাজ, তাহা বলিতে পারি না। সত্য বটে—প্রাণ অব্যক্ত-চেতন (Subconscious), কিন্তু সেই অপরাধে তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে একান্ত-পক্ষেই অচেতন (Unconscious) বলিয়া খোঁটা দিয়া অন্তঃকরণের কোটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান করা হয়—ইহা যখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে, তখন, জানিয়া-শুনিয়া কে এমন নির্ব্বোধ বিচারপতি যে, তিনি সামান্য অপরাধে ঐরূপ অতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়া আপীল-আদালতের বিচারে নিজে দণ্ডার্হ হইবেন? ইহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের ধর্ম্মাসন হইতে যেরূপ সুবিচার-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায়, তাহা এই:—

পরীক্ষারূপী প্রবীণ সাক্ষীর জবান-বন্দিতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, প্রাণ অব্যক্ত-চেতন। তবেই হইতেছে যে, প্রাণ একান্ত-পক্ষেই অচেতন নহে। তাহা যখন নহে—একান্ত-পক্ষেই অচেতন যখন নহে—তখন অবশ্য প্রাণ এক হিসাবে অচেতন, আর-এক হিসাবে সচেতন। প্রাণ যে হিসাবে সচেতন, সে হিসাবে তাহা বুদ্ধি এবং মনের দলভুক্ত, সুতরাং অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত নহে।

উচ্চ আদালতের প্রথানুযায়ী এইরূপ নিক্তির ওজনের বিচারকে যথার্থ ন্যায়-বিচার জানিয়া তদনুসারে আমি বুদ্ধি, মন এবং প্রাণ, তিনকেই অন্তঃকরণের কোটায় এক-সঙ্গে বসাইলাম—একসঙ্গে বসাইয়া তিন ভ্রাতার একত্র মেলামেশা-গতিকে তাহাদের

ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কি না, তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরীক্ষা করিয়া পাইলাম যে কি, তাহা "ফলেন পরিচীয়তে"; অতএব নিম্নের উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হো'ক্।

প্রাণ এবং মনের একাত্মভাব।

প্রথম উদাহরণ।

সুনিদ্রার সময় যখন নিদ্রিত ব্যক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া স্বভাব-গুণে আপনা-আপনি চলিতে থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় প্রাণ-ক্রিয়া। পক্ষান্তরে, প্রাণায়াম-সাধনের সময় যখন সাধকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় মানসী ক্রিয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তির কথা এবং প্রাণায়াম-সাধকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, জাগ্রৎ-কালে লোকে সচরাচর যে-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জন করে, সে-ভাবের শ্বাস-ক্রিয়াকে কোন্ শ্রেণীর ক্রিয়া বলিব? প্রাণ-ক্রিয়া বলিব, না মনঃক্রিয়া বলিব? আমি এই যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতেছি-ফেলিতেছি—টানিতেছি-ফেলিতেছি, কিসের বলে? মনের বলে—না প্রাণের বলে? ইহার উত্তর এই যে, মনে করিলেই মনের বলে, মনে না করিলেই প্রাণের বলে। এরূপ স্থলে প্রাণ এবং মনের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসাধ্য-সাধনা। আমি যখন দেখি যে, জাগরিতাবস্থায় ইচ্ছা করিলেই আমি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা স্থগিত করিতে পারি, তখন আমি বলি যে, আমার এই জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়াতে আমার মন নিরবচ্ছেদে লাগিয়া আছে; সংক্ষেপে—জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া সমনস্কা। পক্ষান্তরে, আমি যখন দেখি যে, স্বজ্ঞান জাগরিতাবস্থাতেও আমার শ্বাস-ক্রিয়া আমার মনোযোগের অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনি চলিতে থাকে; তখন আমি আর-এক কথা বলি; তখন বলি যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া সুষুপ্ত অবস্থার শ্বাস-ক্রিয়ারই যমক সহোদর;—বলি যে, সুষুপ্তির শ্বাস-ক্রিয়ার ন্যায় জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়াও অমনস্কা। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া এক হিসাবে সমনস্কা, আর-এক হিসাবে অমনস্কা; যে-হিসাবে তাহা সমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া; যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

একটি দুই-বৎসরের বালক মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া নিমীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে করিতে জাগিয়া-উঠিয়া উন্মীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে লাগিল। এরূপ স্থলে বালকটির জাগরিতাবস্থায় সুপ্তাবস্থারই পান-ক্রিয়ার লেজুড় চলিতেছে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থাতেও বালকটির পানক্রিয়া অমনস্কা। আর-এক দিকে দেখা যায় যে, মাতা যখন কোনো আবশ্যক গৃহকার্য্যের অনুরোধে ক্রোড়স্থ বালকটির মুখ হইতে স্তনাগ্র ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন—বালকটি তখন কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহে না; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বালকটি মনের সহিত স্তনপান করিতেছে, সুতরাং তাহার পান-ক্রিয়া সমনস্কা। এবারেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালের স্তনপান-ক্রিয়া এক হিসাবে অমনস্কা, আর এক হিসাবে সমনস্কা। যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া, যে-হিসাবে তাহা সমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া।

তৃতীয় উদাহরণ।

এক জন গায়ক যখন নিভৃত তরুতলে ভাবে ভোর হইয়া সঙ্গীত-লহরীতে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিতেছে, তখন মাতা সরস্বতী তাহার কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া গান করিতেছেন, অথবা গায়ক নিজে গান করিতেছে, তাহা বলিতে পারা সুকঠিন। এরূপ স্থলে গায়কের গানক্রিয়া যে-হিসাবে মা-সরস্বতীর অনুপ্রাণনা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া; যে-হিসাবে তাহা গায়কের মনের চেষ্টা-

প্রসূত নিজের কারীকুরি, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া।

চতুর্থ উদাহরণ।

বিমাতা যখন সপত্নীপুত্রের কোনোপ্রকার ব্যক্ত সদ্গুণ দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করেন, তখন সেরূপ সহেতুক ভালবাসাকে বলা যাইতে পারে মনের ভালবাসা। পক্ষান্তরে স্বমাতা যখন অপরাধী পুত্রের কোনোপ্রকার গুণাগুণের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্পাত না করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখে ভৎসনা করেন, অথচ মনে মনে তাহার মুখচুম্বন করেন, তখন সেরূপ অহেতুক ভালবাসাকে বলা যাইতে পারে প্রাণের ভালবাসা। তাহা যেন হইল—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রাধাকৃষ্ণের ভালবাসাকে কোন্ শ্রেণীর ভালবাসা বলিব? তাহা প্রাণের ভালবাসা, না মনের ভালবাসা? প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির মনের ভাব যদি এইরূপ হয় যে, "কি গুণে উঁহাকে আমি ভালবাসি তাহা জানি না—জানি মাত্র এই যে, উঁহাকে দেখিলে প্রাণ পাই—না দেখিলে প্রাণবিয়োগ হয়", তবেই বলিব যে, তাহার ভালবাসা প্রাণের ভালবাসা। পক্ষান্তরে, তাহার মনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, "এই গুণে উঁহাকে আমি এত ভালবাসি", তবে তাহা মনের ভালবাসা। পুরাণের মতানুসারে রাধাকৃষ্ণের ভালবাসা নিতান্ত পক্ষেই জন্ম জন্মান্তরের ভালবাসা; সুতরাং কি-গুণে দোঁহে দোঁহাকে ভাল বাসিতেছেন, দোঁহা'র তাহা না জানিতে পারিবারই কথা। এই হিসাবে দোঁহার ভালবাসা প্রাণের ভালবাসা। এটাও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দিকে রাধিকার অনুপম রূপলাবণ্য, আর-এক দিকে কৃষ্ণের মনোহর ত্রিভঙ্গ ঠাম, বাণবিদ্ধকারী নয়ন-ভঙ্গী এবং সুমধুর মুরলীধ্বনি—দুই দিকের এই দুইরূপ মোহন গুণের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইতে তুমুল তরঙ্গ উঠিয়া ভালবাসাকে ক্ষণে সুখস্বপ্নের স্বর্গে তুলিতেছে, ক্ষণে দুঃস্বপ্নের পাতালে নাবাইতেছে; সাগরমন্থন হইতে সুধাও যেমন—হলাহলও তেমনি—দুই-ই দুই কূল ছাপাইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ অধীর ধাঁচা'র ভালবাসা বিক্ষেপাত্মক মনের ভালবাসা। রাধাকৃষ্ণের ভালবাসাতে প্রাণের অব্যক্ত সংস্কার এবং মনের উদ্রিক্ত বাসনা এরূপ গায়ে-গায়ে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে, দুয়ের মধ্যে ছেদ-রেখার স্থানাভাব।

উপরের উদাহরণগুলিতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মনঃক্রিয়া এবং প্রাণক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ কেবল ব্যক্তাব্যক্তের তারতম্য লইয়া; তা বই, বস্তু-পক্ষে দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই; বস্তু-পক্ষে প্রভেদ না থাকিবারই কথা—কেন না, প্রাণ এবং মন, উভয়ে একই জীবাত্মার দুই অন্তঃকরণ-বৃত্তি তা বই, ও দুই বৃত্তি দুই শ্রেণীর দুই বৃত্তিও নহে, দুই ব্যক্তির দুই বৃত্তিও নহে। প্রাণ এবং মনের মধ্যে বস্তু-পক্ষে প্রভেদ না থাকিলেও—গুণপক্ষে প্রভেদ আছে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে প্রভেদ এই যে, মন ব্যক্ত-চেতন, প্রাণ অব্যক্ত-চেতন। মন ব্যক্ত-চেতন বটে, কিন্তু সুব্যক্ত-চেতন নহে;—মন অর্দ্ধব্যক্ত চেতন। সুব্যক্ত-চেতন কে? না বুদ্ধি! এইজন্য, মন এবং প্রাণের মধ্যগত একাত্মভাবটিকে অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ হইতে প্রকাশক্ষেত্রে টানিয়া তুলিতে গেলে বুদ্ধি পর্য্যন্ত টান পড়ে। নিম্নের উদাহরণ দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে একাত্মভাব কেবল মন এবং প্রাণের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; পরন্তু তাহা প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া অব্যক্ত হইতে অর্দ্ধব্যক্তের মধ্য দিয়া সুব্যক্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির একাত্মভাব।

উদাহরণ।

মনে কর, আমি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পথিমধ্যে মাস-কয়েকের জন্য একটি অপরিচিত গ্রামে বাস করিতেছি। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি একবার করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করি। পথিমধ্যে আমি প্রত্যহ আম, জাম, বেল, কাঁটাল, এই চারি ফলের চারিটা গাছ পরে পরে অবলোকন করি। প্রতিদিনের এই ভূয়োদর্শনের ফল হইল এই

যে, ঐ চারিটি বৃক্ষের মধ্যগত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল। কেহ বলিতে পারেন যে, "প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল, এটা কেবল একটা কথার কথা; "মনে গাঁথা পড়িয়া গেল" বলিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, সত্যসত্যই আমাতে যাহা ঘটিল, তাহাই আমি বলিলাম। তাহা এই যে, পথিমধ্যে প্রত্যহ ঐ চারিটি বৃক্ষের ভূয়োদর্শনের দ্বার দিয়া উহাদের মধ্যগত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার অন্তঃকরণের অব্যক্ত মহলে চুপিচুপি প্রবেশ করিল—কখন্ যে প্রবেশ করিল, তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। অন্তঃকরণের সেই যে অব্যক্ত মহল, তাহার নাম প্রাণ; তা বই, তাহার নাম মনও নহে, বুদ্ধিও নহে। মন সচেতন অন্তঃকরণ-বৃত্তি; যাহা মনে বাস করে, তাহা মনে প্রকাশ পায়। "মনে বাস করিতেছে, অথচ মনে প্রকাশ পাইতেছে না", এ কথা বলাও যা, আর "এক ব্যক্তি কথা কহিতেছে, অথচ তাহার মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছে না", এ কথা বলাও তা—দুই-ই অর্থহীন জল্পনা। অতএব এই কথাই ঠিক্ যে, ঐ চারিটি বৃক্ষের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল। তাহার পরে দেখি যে, প্রতিদিনই সেই স্থানের সেই আম-গাছটি দেখিবামাত্র আমার মনে জামগাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে; তেমনি, জাম-গাছটি দেখিবামাত্র বেলগাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা, বেল-গাছটি দেখিবামাত্র কাঁঠাল-গাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে ক্রমান্বয়ে জাগিয়া ওঠে। হয় আর কিছু না—প্রাণে যাহা অব্যক্তভাবে গাঁথা রহিয়াছে, মনে তাহার এক এক অংশ চাক্ষুষ-দৃষ্টিযোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ভাসিয়া উঠে। ভাসিয়া উঠিবারই কথা; কেন না, কোনো অভ্যস্ত সংস্কার যখন অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে; আবার সেই সংস্কার যখন কোনোপ্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইয়া প্রকট-বাসনা-রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন কাজেই তাহা মনে ভাসিয়া ওঠে।

একদিন আমি কাঁঠাল-গাছটার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে মাঠ পার হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, কাঁঠাল হইতে তৃণ ভিন্ন, এইরূপ একটা ভিন্নতার ব্যাপার —দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়-সঙ্ঘের এক এক অংশের দর্শন এবং পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা, এই দুই পক্ষে ভর করিয়া মনের আকাশে উড়িয়া চলিতেছিল। ধান্য-ক্ষেত্র হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইবা মাত্র মন থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; আর অমনি—বুদ্ধির পালা আরম্ভ হইল। ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইল। দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়সকলের ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতা ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাই বা কিরূপ এবং ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতার বিনির্গমনই বা কিরূপ—তাহা দেখা যা'ক্।

ধান্য-বৃক্ষ আম-জাম-বেল-কাঁঠাল গাছ হইতে কেবল যে ভিন্ন, তাহা নহে, পরন্তু জাত্যংশে ভিন্ন। তাহা যদি হইল—আম্রাদি-বৃক্ষ যদি ধান্য-বৃক্ষ হইতে জাত্যংশে ভিন্ন হইল, তবে আম্রাদি বৃক্ষগুলা আপনাদের মধ্যে অবশ্যই জাত্যংশে অভিন্ন। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সকলেই একই অভিন্ন শ্রেণীর তরু—সকলেই উদ্যান-তরু।

এইপ্রকার বিবেচনার অভ্যুদয়ে আমার বুদ্ধিতে এইরূপ একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত (Hypethesis) উপস্থিত হইল যে, ঐ চারিটি ফল-বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা-ভূমি, যাহা আমি পশ্চাতে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ করি কোনো একটি উদ্যান-ভূমির অন্তঃপাতী। তাহার পরে, সেই আনুমানিক সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য আম-জাম-কাঁঠালের সঙ্গম-স্থানটিতে পুনরাগমন করিয়া আশপাশের সমস্ত প্রদেশ

পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।* দেখিলাম যে, সেখানকার যতগুলা গাছ, সবগুলাই উদ্যান-তরু—কেবলি ফুলগাছ এবং ফলগাছ; তা ছাড়া—অপর কোনোপ্রকার বৃক্ষ দেখিলাম না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, এইরূপ ধাঁচার প্রভেদকে বলা যায় ব্যক্তিগত প্রভেদ। নিছক ব্যক্তিগত প্রভেদ যাহা মনে প্রতিভাসিত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে, তাহার সহিত অভেদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ নাই। পক্ষান্তরে, ওষধি এবং বনস্পতির মধ্যগত প্রভেদ যাহা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহা জাতিগত প্রভেদ। তাহা একপ্রকার ভেদাভেদ কিনা অভেদাত্মক প্রভেদ। তৃণ এবং পর্ব্বতের মধ্যে যতই প্রভেদ থাকুক্ না কেন—তথাপি দুয়ের মধ্যে অভেদ এই যে, দুই-ই পার্থিব বস্তু; ইহারই নাম অভেদাত্মক প্রভেদ।

উপরে যতগুলি দৃষ্টান্ত সবিস্তরে প্রদর্শিত হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া মোট কথাটি যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) প্রথমে ভূয়োদর্শন-জনিত ভেদাভেদের সংস্কার বুকের ধুক্‌ধুকুনির ন্যায় প্রাণের মধ্যে অব্যক্তভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে।

(২) তাহার পরে সেই প্রাণে-গাঁথা অব্যক্ত ভেদাভেদের ভেদাংশটি ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে মনের বাসনা-ক্ষেত্রে ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিতে থাকে।

(৩) তাহার পরে প্রাণে-গাঁথা ভেদাভেদের অভেদাংশটি মনঃসমুত্থিত ভেদাংশটির সহিত একতানে মিলিয়া গিয়া, ভেদাভেদ উভয়াংশ, বুদ্ধির আলোকে বিনিষ্ক্রান্ত হয়। তাহা যখন হয়, তখন যেমন—

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ•
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
নিশয়া শশিনা চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥

কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল॥
বলয়ে জলয়ে মণি মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে কর-কিসলয়॥
নিশীথে শোভয়ে শশী শশীতে নিশীথ।
নিশিতে শশিতে নভ তারকা ভূষিত॥
নৃপ পাশে কবি শোভে কবি পাশে ভূপ।
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ॥

তেমনি প্রভেদের আলোকে অভেদ ব্যক্ত হয়, অভেদের আলোকে প্রভেদ ব্যক্ত হয়, এবং উভয়গ্রাহী বুদ্ধির আলোকে ভেদাভেদ ব্যক্ত হয়। নূতন কিছুই ব্যক্ত হয় না;—যে ভেদাভেদের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে লুকাইয়া অবস্থিতি করে, এবং মনের বাসনা-ক্ষেত্রে যাহার অর্দ্ধাংশ (ভেদাংশ) ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিতে থাকে বুদ্ধিতে তাহারই সর্ব্বাংশ (ভেদাভেদ উভয়াংশ) অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনার আলোকে সুব্যক্ত হইয়া উঠে। কাজেই বলিতে হয় যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, পরস্পরের সহিত একসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অতীব একটি গুরুতর বিষয় বিবেচ্য; তাহা এই যে, বুদ্ধির উচ্চ-ভূমিতে ব্যক্তের আলোকে অব্যক্ত আলোকিত হয়; অব্যক্তের সংস্পর্শে ব্যক্ত প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, এবং উভয়ের সন্ধিস্থলে বাস্তবিক সত্তা অব্যক্তের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তের আলোকে আলোকিত হয়। বিষয়টি অতীব গুরুতর;—এখানে আজ আর তাহাকে ঘাঁটাইব না। বারান্তরে তাহাকে বিধিমতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া আলোচনা-ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করানো যাইবে।

নব-শিক্ষার্থীর প্রতি।

(এপিক্‌টেটসের উপদেশ)

১। এ কথা যেন স্মরণ থাকে, কোন বস্তু-বিশেষকে পাইবার জন্যই আমরা

---

* উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি একটি প্রসিদ্ধ উদ্ভট-শ্রেণীর শ্লোক। বোধ করি, উহা কোনো প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া থাকিবে।

তাহার অনুসরণ করিয়া থাকি; এবং কোন-বস্তুকে এড়াইবার জন্যই তাহাকে বর্জ্জন করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসরণ করিয়াও উদ্দিষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয় না এবং যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে এড়াইতে গিয়া সেই বস্তুর মধ্যেই আবার গিয়া পড়ে, সেই দুই ব্যক্তিই হতভাগ্য।

যে সকল বস্তু তোমার আয়ত্তাধীন ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহা যদি তুমি এড়াইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি সফল হইতে পারিবে। কিন্তু যাহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে এবং যাহা প্রকৃতিরই অপরিহার্য্য ধর্ম্ম—সেই দুঃখ কষ্ট ও মৃত্যুকে তুমি কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। অতএব সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

২। কোন বস্তুই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। এমন কি, একগুচ্ছ আঙুর ও ডুমুর-ফলও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। যদি তুমি আমাকে বল, "আমি এখনি একটি ডুমুর খাইতে চাই," তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলিবঃ—"আগে ডুমুরের ফুল হোক্, তার পর তার ফল হোক্—তার পর সেই ফল পাকুক্ ইত্যাদি"। যখন দেখা যাইতেছে, সামান্য একটা ডুমুরের ফলও একেবারেই কিম্বা এক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তখন তুমি কি আশা করিতে পার, মানব-মনের ফল এত শীঘ্র ও এত সহজে হস্তগত হইবে? আমি যদি তোমাকে বলি, "হাঁ, হইবে"; তবুও তুমি তাহা প্রত্যাশা করিও না।

৩। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃতি-গত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাও বড় একটা সামান্য কথা নহে। কেন না, মানুষ কাহাকে বলে? তুমি বলিবে, যে জীব প্রাণবান্, যে মরণাধীন, যে বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন সেই মানুষ। "আচ্ছা ভাল, বিবেক বুদ্ধি আছে বলিয়া মানুষ কাহা হইতে ভিন্ন?"

—"বনের হিংস্র জন্তু হইতে"।

"আর কাহা-হইতে ভিন্ন?"

—"গো মেষাদি হইতে"।

তবে দেখিয়ো, তুমি যেন হিংস্র জন্তুদিগের মতো কোন কাজ করিয়ো না। কারণ, তুমি যদি সেরূপ কোন কাজ কর, তোমার মধ্যে যে মানুষটি আছে, সেই মানুষটি বিনষ্ট হইবে; তোমার মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যখন আমরা কলহ-বিবাদ করি, পরস্পরের হানি করি, ক্রোধে উন্মত্ত হই, উগ্র প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করি, তখন আমরা কতটা নীচে নামিয়া যাই?—তখন আমরা হিংস্র জন্তুদিগেরই সমান হইয়া পড়ি। যখন আমরা লুব্ধ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া বিভৎস জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা কতটা নামিয়া যাই?—তখন আমরা গো মেষাদির ন্যায় হইয়া পড়ি। ইহাতে আমরা হারাই কি? হারাই আমাদের বিবেক-বুদ্ধি। মনুষ্যের যেটি আসল জিনিস্ তাহা হইতেই ভ্রষ্ট হই।

৪। বীণা যদি বীণার কাজ না করে, বংশী যদি বংশীর কাজ না করে, তাহা হইলে তাহাদের থাকা, না থাকা, দুই সমান। মানুষের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। যাহার যে কাজ সেই কাজ যে যতটা করিয়া উঠিতে পারে, সে ততটা আপনাকে বাঁচাইয়া রাখে; যে যতটা তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, সে ততটা আত্মবিনাশ সাধন করে।

৫। কোন বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস সহজে উৎপন্ন হয় না। যদি কোন ব্যক্তি প্রতি দিন কোনও একই বিষয়-সম্বন্ধে কথা কহে, কথা শোনে, সেই সঙ্গে জীবনের কার্য্যেও প্রয়োগ করে, তবেই সেই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হয়।

৬। কোনও মহৎ শক্তি লাভ করা, প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিপদজনক। "কিন্তু আমাকে তো প্রকৃতির অনুসারে চলিতে হইবে"? রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ও-কথা খাটে না। যাহাতে তুমি পরে সুস্থ লোকের মত থাকিতে পার, এই উদ্দেশে আপাততঃ কিছুকালের জন্য তোমাকে রুগ্ন ব্যক্তির মত চলিতে হইবে। যাহাতে তুমি পরে বিবেক-বুদ্ধির উপদেশ অনুসারে

ঠিক মত চলিতে পার, এই উদ্দেশে আপাততঃ উপবাসাদি ব্রত ও অন্যান্য কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইবে। তোমার অভ্যন্তরে যদি কিছু ভালো থাকে, আর যদি তুমি বিবেক-বুদ্ধির কথা শুনিয়া চল, তাহা হইলে তুমি তখন যে কাজ করিবে তাহাই ভাল হইবে। "না, আমরা মুনি-ঋষির মত থাকিয়া লোকের ভাল করিব—লোকের দোষ সংশোধন করিব"।

"লোকের কি ভাল করিবে?—তোমার নিজের কি কিছু ভাল করিয়াছ? অন্যের দোষ কি সংশোধন করিবে? তোমার নিজের দোষ কি সংশোধন করিয়াছ? তুমি যদি তাহাদের ভাল করিতে চাও, তাহাদের কাছে গিয়া মেলাই বকাবাক করিয়ো না; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার-ফলে, কিরূপ লোক তৈয়ারি হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত তোমার নিজ জীবনে প্রদর্শন কর। যে তোমার সহিত আহার করে, তাহারা যাহাতে তোমার আহার দেখিয়া ভাল হইতে পারে; যাহারা তোমরা সহিত পান করে, তাহারা যাহাতে তোমার পান দেখিয়া ভাল হইতে পারে, তুমি তাহাই কর। আত্মত্যাগ স্বীকার কর, সকলকে পথ ছাড়িয়া দেও, সকলের কথা ও আচরণ সহ্য কর। এইরূপেই তাহাদের তুমি ভাল করিতে পারিবে; তাহাদের উপর তোমার পিত্ত বমন করিয়া—তাহাদের উপর ঝাল ঝাড়িয়া তাহাদের তুমি ভাল করিতে পারিবে না।

আয়-ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৮৯৸৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৯০। ৬
সমষ্টি	...	৯৭৯।৵৯
ব্যয়	...	৪২৭৷৷ ৩
স্থিত	...	৫৫১৸৵৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৫১৸৵৬

৫৫১৸৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭৬

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০৲

এককালীন দান।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ৫০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর ৫৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পারিবারিক দান ৩০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲

২৭৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭২৷৷৵৬
পুস্তকালয়	...	১৬৸ ৯
যন্ত্রালয়	...	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৷৹
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	২২৲
সমষ্টি		৩৮৯৸৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৷৷ ৯
পুস্তকালয়	...	৶৹
যন্ত্রালয়	...	১০২৲ ৬
গচ্ছিত	...	২৪৷৷৶৹
সমষ্টি		৪২৭৷৷ ৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXIII.

Human Endeavour and Divine Grace.

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং।"

"The Supreme Spirit can be obtained by truth, by the steadfast fixing of the mind on Him, and by adequate knowledge ; by cultivating these with a contented mind, the Rishis obtain Him who is the Supreme Abode of Truth."

God has sent us to this world and placed us in the midst of diverse circumstances and under the influence of manifold ideas, sentiments and feelings. Commissioned by the Lord alone have we come into this world and it is through His mercy that we have become heirs to immortal life. In this vast ocean of worldly life is the little bark of our body adrift, and here hunger and thirst torment us. Each one of us has come alone, alone will each have to nourish his body and life, and alone will he have to rear up a family. We have here, moreover, besetting difficulties and dangers, we have enemies, internal and external, and complex is the equipment needed to contend against them. Living amidst such surroundings as these, when the soul beholds with its eyes of knowledge the Spirit that is Truth itself, Beauty itself and Goodness itself, it instantly offers all its love to Him. We are cast on the ocean of worldly life : aud while we are here we should so guide ourselves that we may be fit to approach the Lord. We have as our help Truth on one side and Righteousness on the other. Truth is the supreme preceptor, and Righteousness is the supreme guide : Truth enables us to behold the Supreme Spirit as Truth itself and Righteousness reveals Him to us as Goodness itself. "The Supreme Spirit" says the Upanishads, "can be obtained by truth, by the steadfast fixing of the mind on Him, and by adequate knowledge ; by cultivating these with a contented mind, the Rishis obtain Him who is the Supreme Abode of Truth." This world is the place where we set the first step on the path of life. The first portion of the path on which we shall have to walk long, nay, for eternity, is this world. Eternity spreads before us. We shall ever continue to be united with God more and more closely as we attain increasing growth and development in knowledge, in righteousness, and in love. With the help of truth we shall more and more brightly behold Him as Truth itself, and with the help of righteousness shall be enabled to love Him more and more deeply as Righteousness itself. We shall ever approach nearer and nearer to that supreme Holy Abode.

God has sent us to this world, for He wants that we should go back to Him after we have ennobled and spiritualized ourselves. We shall have to offer back to God our soul, purified and ennobled. We shall have to accomplish everything by our individual effort. All else than man grow and develop through an inherent natural force, without any exertion on their part, and they know not that they pass through a process of growth and development. It is man alone who achieves nobleness by self-control and by self-training. All our achievements depend on our labour and effort. Physical development, wealth, learning, righteousness are all attainable only through strenuous application and energy. We have to battle against contending elements in order to advance each step. What is our primary duty ? To be master of our own selves. What toil, what energy is required to perform this duty ! It is by subduing the senses, and by rising superior

to our evil passions that we learn to attain to that liberty which rightly belongs to us. Obstacles confront us at every step, we can not shrink from them, we must overcome them at every step. What is the precept of Brahmoism ? "বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।" "He to whom his spiritual wisdom is his charioteer (guide), and who has the reins of his mind well under his control, attains the supreme abode of the Supreme Spirit who pervades all that is and who is the Saviour of man from the ocean of worldliness." In the mirror of spiritual wisdom are reflected the commandments of God—so spiritual wisdom is our charioteer. As the reins are to the horse, so is the mind-the will—to us. If the will is obedient to the charioteer of spiritual wisdom, then good attends us. Our will is free, but because our will is free, God willeth not that we should be unrestrained in the exercise of our free will. We are free, yet we are subject to His laws of righteousness. The will has to be regulated by the laws of righteousness, has to be strengthened with the strength of righteousness. In such regulation and invigoration of the will lies our true freedom. To bring our senses under our control and then to obey the laws of righteousness is freedom. To be subject to God is freedom. To be subservient to tho sensual propensities is slavery. We have to maintain our freedom by our own individual exertion. Salvation can not be brought to me by another. The burden of my sin can not be borne by another. None other can be answerable for my guilt; none other can share the effect of my good deeds. "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোহনুভুংক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং।" "Man is born alone, and dies alone, alone does he enjoy the rewards of his virtuous deeds, and alone does he bear the consequences of his evil acts." Every one must exert himself, every one must take the vow of purity which involves severe austerities, every one must have to overcome the obstacles that lie piled up impeding the way ; the soul has to be purged of its impurities, holiness has to be acquired, the ties that bind the heart to the world have to be torn into shreds and God who is Holiness itself has to be obtained. The fullest individual endeavour is imperative ; example and precepts are mere aids to the attainment of our end. But God's grace is as essential as individual effort. Our aim is very high, our ideal is supremely excellent. The holy Lord whom sin can not pierce reveals to us the stainless picture of his Goodness, that we may follow Him. We ourselves are exceedingly feeble, there is a limit to our power, and our freedom has its bounds. What is within our power is individual effort and application and praying to God for His grace. We may never equal the Holy God whom we love, but it will be our highest good fortune to render ourselves like unto Him as best as we can. We shall be blessed beyond words if we can but drink one single drop of the waters of that Ocean of Nectar. "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" "Only a little of this holy religion can save us from great fears." Never shall we be in a position to say "now, we have no longer any need for effort," for never can we equal that Perfect Ideal. Ceaseless should be our effort for our advancement. But there where our effort is of no avail, God's grace is all in all. When it is good that we shall have to ever obtain and when it is the Being who is Goodness itself towards whom we shall have to ever advance, it is certain that God's help will be always within our reach. With the growth of our love for the All-Good God will grow our intolerance for all foulness, perversity and crookedness, and our aversion to live in the midst of the stench of sin. We should eadeavour with all our heart to be away from the touch of sin, and we should pray to God to render our life blessed beyond words by sending into our hearts the influences of His goodness and His holiness. Thus shall we attain to that supreme Abode of the Supreme Spirit-our saviour from the ocean of worldliness-and from that Abode we shall never fall.

The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(Translated from Bengalee)

(Continued from page 8.)

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিল-য়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি—

When the God-devoted man rests fearlessly in that Being who is invisible, unembodied, who can not be really particularized by any name and who requires nothing to uphold Him, then he is delivered from all fear.

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

But when he interposes distance even to a minute degree between that Being and himself, he becomes subject to fear. When we transform the Invisible into the visible, the Unembodied into the embodied, when we particularize Him by some name though He is not really particularizable by any name, and when we represent Him as being upheld by some thing though He is not upheld by any thing, it is then that we interpose distance between God and ourselves and then our fearless rest in Him is lost.

The Upanishads say—"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" "He apprehends Him who says He is. How can any one else apprehend Him ?" What have we more to say of Him than this that He is ? When we can say with all our heart and fully that He is, then the infinite void becomes pervaded to our mental vision with an absolute fullness, then I really apprehend that, I am, and that I shall not die, then myself and others, matter and life, time and space, are instantly illumined unbrokenly by the Supreme Spirit who is not breakable into parts ; then when we look at this old world of ours it does no longer appear to be only a mass of dust, and when we cast our eyes on the clusters of stars in the sky they no longer seem to be mere sparks of fire ; then the music of one sound—ওঁ—OM, chanted with a silent solemnity, fills all things from a molecule of dust to the human soul and all space extending from this world to the stellar regions, and we hear one word—অস্তি—Asti or He is—sounded from everywhere, and in that word are to be found buried the whole meaning of all the universe and all cause and effect. Can this great word—Asti—be made easier by investing it with an image ? Is there any easier word than this which means "He is" ? The fact that I am is an easier fact than all other facts in the universe, but unless I admit that He is, the fact that I am becomes wholly meaningless and absolutely false. My existence proclaims, my soul proclaims that He is : can an image of Brahma afford an easier evidence of His existence than this ?

How are we to realize in our mind the nature of Brahma in this all its integrity ?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ,
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।

Nothing can grasp Him—whether it be the upper space or the middle space or the side spaces: He has no image : His name is Great Glory.

In ancient India, the charm that served as the arrow to pierce the Supreme Spirit, the aim of the soul that lived the life of

the world—was the word OM. So the Upanishads say,—"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম-তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" There was no image worshipped, nor was the conception of any image permitted in the past. Our forefathers in those days abjured all ordinary means to realize God, in the mind and took recourse to the use of only one word to do so. That word is as brief as it is comprehensive, and not restricted by any particular meaning. The utterance of that word expands the mind, and having no noticeable, imposing form, it exercises no obstructive influence on the mind; the vast music of that one word OM seems to issue as it were from the crown of the head of the universe and to vibrate through all space.

How solicitous were our forefathers to keep inviolate the unsophisticated ideal of God entertained by them is demonstrated by the above circumstance.

Of all the elements of thought, language follows thought most. But language has its limits, for it is circumscribed by forms having particular meanings ; hence when thought seeks the aid of language it has to remain confined within the four corners of the meaning induced by language.

OM is a mere sound ; it has no particular, settled meaning. Therefore, OM does not to any extent restrict the perception of God attained by an individual. The word and sound OM only expresses the Supreme Spirit to the extent to which one, by the pursuit of righteousness, has known Him and also the manner in which one has obtained Him, but does not draw any line of limitation after what it accomplishes by such expression. As the melody of a song introduces an element of ineffableness into its words, so the sound of the word OM invests our meditation of the God-head with a spirit of indescribableness. External images restrict and dwarf the ideas of the mind, but the sound OM opens and expands them.

It is for this reason that the Upanishads have said, ওমিতি ব্রহ্ম, that is, OM means Brahma or God. ওমিতীদং সর্ব্বং. Whatever there is is OM. The sound OM covers and overspreads all. OM, as a sound of the deepest depth, free from the bond of any meaning, points to God. Yet OM has a meaning which is so liberal that it affords refuge to the mind but does not confine it within any limits.

In all modern Indian languages of Aryan origin, the term হাঁ "Han" or "Yes" stands as the synonym for OM in the ancient Sanskrit language. The term "Han" can be easily guessed to be a transformation of the term OM. The Upanishads also say "ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হস্ম" or "OM is indicative of what is done in imitation of or in obedience to a command," that is, when one requires another to do a thing, the command is imitated or carried out by the repetition of the word OM or Han or Yes. Om is, therefore, a term signifying assent.

This term OM signifying assent has come to be regarded as a word indicating Brahma or God. For the meditation of God all that we are given to depend upon is the word OM—the thought that He is "Han" or Yea. Thomas Carlyle, the great English thinker, has also called God "The Everlasting Yea." There is not another such forcible and comprehensive phrase as this,—"He is Yea, Brahma, or OM."

(To be continued.)

ষোড়শ কল্প
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪।

৭১০ সংখ্যা   ১৮২৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষং সৌম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি। ১।

'পুরুষং' হে 'সৌম্য' 'উত' 'উপতাপিনং' জ্বরাদিউপতাপবন্তং 'জ্ঞাতয়ঃ' বান্ধবাঃ 'পর্য্যুপাসতে' পরিবার্য্যোপাসতে মুমূর্ষুং 'জানাসি মাং জানাসি মাং' তব পিতরং পুত্রং ভ্রাতরঞ্চেতি পৃচ্ছন্তঃ 'তস্য' মুমূর্ষোঃ 'যাবৎ ন বাক্ মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং' ইত্যেতদুক্তার্থং। 'তাবৎ জানাতি'। ১।

হে সৌম্য! মুমূর্ষু পুরুষকে জ্ঞাতিবর্গ পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, 'আমাকে চিনিতে পার, আমাকে চিনিতে পার।' তা যে পর্য্যন্ত তাহার বাক্য মনের মধ্যে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতাতে প্রবেশ না করে তাবৎ তাহাদিগকে চিনিতে পারে। ১।

অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ-প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি। ২।

'অথ যদা অস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে' 'মনঃ প্রাণে' 'প্রাণঃ তেজসি' তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং' 'অথ ন জানাতি'। সংসারিণো যো মরণক্রমঃ স এবায়ং বিদুষোঽপি সৎসম্পত্তিক্রম ইত্যেতদাহ পরস্যাং দেবতায়াং তেজসি সম্পন্নেঽথ ন জানাতি। অবিদ্বাংস্তু তত উত্থায় প্রাগ্‌ভাবিতং ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবমনুষ্যাদিভাবং বা বিশতি। বিদ্বাংস্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতজ্ঞানদীপপ্রকাশিতং সদ্ব্রহ্মাখ্যানং প্রবিশ্য নাবর্ত্তত ইত্যেষ সৎসম্পত্তিক্রমঃ। ২।

যখন এই মুমূর্ষু পুরুষের বাক্য মনে প্রবেশ করে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমদেবতাতে প্রবেশ করে তখন আর চিনিতে পারে না। ২।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৩। ১৫।

'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি' ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি' 'তথা সোম্য ইতি হ উবাচ'। ৩। ১৫।

সেই যে এই অণিমা—সদাখ্য জগতের

মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৩। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি ততত্রবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে। ১।

শৃণু যথা হে 'সোম্য' 'পুরুষং' চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং নিগ্রহায় পরীক্ষণায় চ 'উত' অপি 'হস্তগৃহীতং' বদ্ধহস্তং 'আনয়ন্তি' রাজপুরুষাঃ কিং কৃতবানয়মিতি পৃষ্টাশ্চাহুঃ 'অপহার্ষীৎ' ধনমস্যায়ং 'স্তেয়ং অকার্ষীৎ' চৌর্য্যেণ ধনমপহার্ষীৎ। তেষ্বেবং বদৎসু ইতরোঽপহ্নুতে নাহং তৎকর্ত্তা ইতি। তস্মিন্ অপহ্নুবতি আহুঃ 'পরশুং অস্মৈ' 'তপত ইতি' শোধয়ত্বাত্মানমিতি। 'সঃ যদি' 'তস্য' স্তৈন্যস্য 'কর্ত্তা ভবতি' বহিশ্চাপহ্নুতে স এবম্ভূতঃ 'ততঃ এব' 'অনৃতং' অন্যথাভূতং সন্তমন্যথা আত্মানং কুরুতে স তথা 'অনৃতাভিসন্ধঃ' 'অনৃতেন আত্মানং' 'অন্তর্দ্ধায়' ব্যবহিতং কৃত্বা 'পরশুং তপ্তং' মোহাৎ 'প্রতিগৃহ্লাতি' 'সঃ দহ্যতে' 'অথ হন্যতে' রাজপুরুষৈঃ স্বকৃতেনানৃতাভিসন্ধিদোষেণ। ১।

হে সৌম্য! রাজপুরুষেরা চোর সন্দেহে মনুষ্যের হস্ত বন্ধন করিয়া তাহাকে আনয়ন করে এবং বলে যে তুমি ইহার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছ। তাহাতে সে যদি চৌর্য্য অস্বীকার করে তখন তাহার নিরপরাধিতা পরীক্ষা করিতে তাহার জন্য পরশু তপ্ত কর এই আদেশ হয়। যদি সেই ব্যক্তি অপহারক হয় এবং আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য মিথ্যাকথন দ্বারা আত্মগোপন করে তাহা হইলে সেই মিথ্যাকথন অপরাধে মোহবশতঃ উত্তপ্ত পরশু গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হয়, তখন রাজপুরুষ কর্তৃক হত হয়। ১।

অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি ততএব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে। ২।

'অথ যদি' 'তস্য' কর্ম্মণঃ 'অকর্ত্তা ভবতি' 'ততঃ এব সত্যং আত্মানং কুরুতে' 'সঃ সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেন আত্মানং অন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি' সত্যাভিসন্ধঃ সন্ 'সঃ ন দহ্যতে' সত্যব্যবধানাৎ 'অথ মুচ্যতে'। ২

আর সে যদি সেই চৌর্য্যের অকর্ত্তা হয় তাহা হইলে তাহার সত্যেরই অনুসরণ করা হয়। সেই সত্যনিষ্ঠ পুরুষ আপনাকে সত্যনিষ্ঠ করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে। সে তাহাতে দগ্ধ হয় না, অতএব মুক্ত হয়। ২।

স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি। ৩।১৬।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎসু ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ।

'সঃ যথা তত্র' সত্যাভিসন্ধস্তপ্তপরশুগ্রহণকর্ম্মণি সত্যব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ 'নাদাহ্যেত' ন দহ্যতে ইত্যেতদেবং সদ্ব্রহ্ম সত্যাভিসন্ধেতরয়োঃ শরীরপাতকালে চ তুল্যায়াং সৎসম্পত্তৌ বিদ্বান্ সৎসম্পদ্য ন পুনর্ব্যাঘ্রদেবাদিদেহগ্রহণায়াবর্ত্ততে 'এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং' 'তৎ সত্যং' 'সঃ আত্মা' তব 'তৎ ত্বং অসি' হে 'শ্বেতকেতো ইতি'। 'তৎ হ অস্য' পিতুরুক্তং 'বিজজ্ঞৌ ইতি বিজজ্ঞৌ ইতি' বিজ্ঞাতবান্ দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থং। ৩। ৬।

আত্মাভিসন্ধি ও আভিসন্ধিকৃত মোক্ষবন্ধনে যিনি মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। পিতার উক্তি এখন শ্বেতকেতু বুঝিলেন—এখন বুঝিলেন। ৩। ৬।

ষষ্ঠ প্রপাঠক সমাপ্ত।

ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে।

(পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের উপদেশ অবলম্বনে)

আমরা এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়া ইহাকেই চরম করিয়া বসিয়াছি। কিসে এই সংসারের ভিতর দিয়া সংসারের পরপারস্থিত ব্রহ্মধামের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়, সেই চিন্তাও আমাদের অনেকেরই নাই। এখানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা যে অত্যন্তই ভুল, এই কথা ভুলিয়া থাকা আমাদের কিছুতেই উচিত নহে। সংসারের কর্ম্ম অবশ্যই আমাদিগকে করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে অন্ধ অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। প্রভুর কর্ম্ম বলিয়া—প্রভুর আদেশ বলিয়া প্রাণপণে গভীর নিষ্ঠার সহিত এখানে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। প্রভুর কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম করিলে কার্য্যও ভাল হয়, আলস্য এবং ঔদাস্যও প্রশ্রয় পায় না। অহঙ্কারকে রাজসিংহাসনে বসাইলে পদে পদে স্খলন এবং তজ্জনিত মনস্তাপ আমাদিগকে দিন দিন একান্ত কাতর করিয়া তুলিতে থাকে। এই যে অহঙ্কারের তাণ্ডবলীলা, এই যে বলশালীর বলের গর্ব্ব, ধনশালীর মত্ততা, রূপবানের মোহ সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতরে কে কোথায় শান্তি পাইয়াছে? কাহার চাঞ্চল্যের বিরাম হইয়াছে? অজ্ঞানের অন্ধতা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই জ্ঞান লাভের প্রয়োজন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই জ্ঞানের উপরেও অজ্ঞানপ্রসূত জিগীষা অসূয়া প্রভৃতি প্রবৃত্তিই অনেক সময় রাজত্ব করে। যথার্থ ই কবি বলিয়াছেন—

> "বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
> শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
> খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
> জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥"

সংসারে সাধুর সংখ্যা প্রচুর কি? কয় জনের বিদ্যা যথার্থ সত্যলাভে চরিতার্থ হয়, কয় জনের ধন দান-ধর্ম্মে লাগে, কয় জনের শক্তি বিপন্নের রক্ষায় নিয়োজিত হয়? অধিক সময়েই ত দেখা যায় কূটতর্কের ধূলি উড়াইয়া পরস্পরের জ্ঞানচক্ষুকে অধিকতর তমসাচ্ছন্ন করিয়াই বিদ্যা গৌরবান্বিত হয়; তুচ্ছ বিলাসলালসার চরিতার্থতা সাধনে ও দীনহীন অসহায়গণের প্রতি আপনার প্রভুশক্তির অযথা পরিচালনেই অধিকাংশ ধনশালীর ধনবত্তা ধন্য হইয়া যায়; দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় পীড়ন ও অত্যাচার করিয়াই শক্তিশালীর শক্তি কৃতকৃত্য হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে এই ধন মান শক্তি যাঁহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যসাগরের চিন্তা বা সন্ধান আমরা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি কৈ? আমাদের জ্ঞান ধন মান শক্তির প্রতিষ্ঠা কয়দিনের এবং কতটুকু একথা আমরা অনেক সময় চিন্তার মধ্যেই স্থান দান করি না। মোহ আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষুকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদের সকলের শক্তির মূলে যে অনন্তশক্তি অখণ্ড প্রভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা দেখিতে পাই না। এ মোহ—এ মিথ্যা অভিমান একদিন দেবতাদিগের হইয়াছিল। দেবতা ও দানবগণের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে—

> 'ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণোবিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।'

ব্রহ্মই দেবগণের জন্য দানবগণকে জয় করিলেন, ব্রহ্মের বিজয়েই দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু দেবগণ ভাবিলেন এই বিজয় তাঁহাদেরই আত্মপ্রভাবে হই-

য়াছে—এই মহিমা তাঁহাদেরই। সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত মহাশক্তির অনুপ্রাণন ব্যতীত তাঁহারা যে সামান্য তৃণখণ্ড হইতেও তুচ্ছ, এ কথা তাঁহারা অহঙ্কারমদে ভুলিয়া গেলেন। অন্তর্য্যামী করুণাময় বিশ্বভুবনেশ্বর দেবগণের এই ব্যর্থ অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য

'তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।'

তাঁহাদেরই সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেই পারিলেন না—এই পূজ্য স্বরূপ কে? তখন তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন হে জাতবেদঃ! এই পূজনীয় কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস। অগ্নি তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোঽসীতি?' তুমি কে?

'অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।'

অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি—আমি জাতবেদাঃ।

'তস্মিং স্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।'

এই প্রসিদ্ধ নাম গুণযুক্ত তোমাতে কি শক্তি আছে? অগ্নি বলিলেন—

'অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।'

যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তৎসমস্তই আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ!

'তস্মৈ তৃণং নিদধাব তদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকম্ বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।'

ব্রহ্ম তখন অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ দিলেন এবং বলিলেন—ইহা দগ্ধ কর; তৃণসমীপে গিয়া অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগেও তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না; লজ্জিত অগ্নি সেখান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, এই পূজনীয় কে, আমি জানিতে পারিলাম না। তখন দেবতারা বায়ুকে বলিলেন হে বায়ো! তুমি এই পূজনীয় কে জানিয়া আইস। বায়ু সম্মত হইয়া ব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্ম পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোঽসীতি?' কে তুমি? বায়ু বলিলেন—

'বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।'

আমি বায়ু—আমি মাতরিশ্বা।

তস্মিং স্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।

ব্রহ্ম। সেই প্রসিদ্ধ তুমি কোন্ শক্তি ধারণ কর?

বায়ু। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।

পূর্ব্বেরই মত একটি তৃণ বায়ু দেবতার সম্মুখে রক্ষা করিয়া ব্রহ্ম বলিলেন গ্রহণ কর। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণখণ্ডটি টলাইতে না পারিয়া হতবুদ্ধি বায়ু দেবতা সেখান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দেবতাদিগকে বলিলেন, এই পূজনীয় যে কে, তাহা জানা আমার সাধ্যাতীত। তৎপরে দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্! তুমি এই পূজনীয়স্বরূপ কে জানিয়া আইস। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র 'তস্মাত্তিরোদধে' তিনি ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন। তৎকালে সেই আকাশেই বহুশোভমানা স্ত্রীরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মাত্র যিনি অন্তর্হিত হইলেন, সেই পূজ্যস্বরূপ কে?

'ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।'

তিনি বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম! ইহাঁরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ। ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। দেবতাদিগের ভ্রমজাল ছিন্ন হইবার উপায় হইল।

'ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।'

ইন্দ্র তাহা হইতেই জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের নিকট সকলেরই গর্ব্ব

খর্ব্ব হইয়া যায়, অহঙ্কার নিষ্পেষিত—ধিকৃত হয়! বায়ুর দুর্জ্জয় শক্তি, অগ্নির প্রবল প্রতাপ, ইন্দ্রের বিশ্বজয়ি ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকটে নিঃশেষে নিরাকৃত ও বিধ্বস্ত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন ব্রহ্মেরই কৃপায় তাঁহারা দানবগণকে পরাজিত করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছেন; বুঝিলেন তাঁহাদের নিজের কোন শক্তিই নাই। অগ্নির বিশ্বদাহিকা শক্তি, বায়ুর অদম্য বল, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, সমস্ত দেবগণের দৈবীশক্তি তাঁহা হইতে আসিতেছে এবং তাঁহাতেই আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সার্থক হইতেছে।

যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার অনন্ত শক্তিতে অনন্ত ভুবন অক্ষয় নিয়মে চলিতেছে, যাঁহাতে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ নিমেষকালের জন্যও প্রভু হইতে পারে না। কেনোপনিষৎকার দেবতাদের ভ্রমজাল ছিন্ন করিবার ব্যপদেশে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব প্রসঙ্গ করিয়া যে অমূল্য মনোহর আখ্যায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কি ক্ষুদ্র আমাদের তুচ্ছ অহঙ্কার দমনের পক্ষে সহায়তা করিবে না? পৃথিবীর অতীত এবং বর্ত্তমান মহাপুরুষগণের নিরভিমান তন্নিষ্ঠতা বিপদে সম্পদে অপমানে সম্মানে দুঃখে সুখে অরণ্যে নগরে তাঁহাদের প্রাণপূর্ণ অবিচলিত অটল একাগ্রতা কি আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিবে না? আমরা কি তাঁহাদের দিব্যসঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনিতে বলিতে পারিব না প্রভো!

'ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে।'

তোমাকে ছাড়িয়া আমরা এক নিমেষেরও প্রভু নহি। উদ্ধত অহঙ্কারকে সর্ব্বস্ব করিয়া সংসারক্ষেত্রে অনাবশ্যক রূপে বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া সকলকে তৃণবৎ তুচ্ছ বিবেচনায় বিচরণ করিলে অচিরকাল মধ্যেই হীনতা এবং দীনতা আমাদের মস্তককে সবলে ভূলুণ্ঠিত করে, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত নত হইয়া পড়ে এবং তুচ্ছ তৃণখণ্ডও আমাদের প্রাণে অনেক সময় ভীতির সঞ্চার করে। আর অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া সকলের মূলে সর্ব্বমঙ্গলালয়ের মঙ্গলসত্তা—সকল শক্তির কেন্দ্রে সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি ও বিশ্বলোকে বিশ্বরাজের সমুন্নত অদ্বিতীয় রাজচ্ছত্র বাহিরে দর্শন ও অন্তরে অনুভব করিলে নত বক্ষ উন্নত হইয়া উঠে, প্রণত মস্তক মহিমান্বিত হয় এবং সমস্ত সংসারেই তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলময়ী শক্তির কল্যাণলীলা অনুভব করিয়া আকস্মিকতার চিন্তা দূর হইয়া যায়। তুচ্ছ তৃণখণ্ড হইতে ঐশ্বর্য্যশালী দেবতা পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে একই অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত দেখিয়া মিথ্যা ভয়ের অবসান হয়। তাঁহার অখণ্ড বিশ্বনিয়মে সত্যের জয়—ধর্ম্মের জয়—পুণ্যের জয়—মঙ্গলের জয় সাধকের চক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং অসত্যের—অধর্ম্মের—পাপের—অমঙ্গলের বিনাশ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে! সেই অবস্থায় স্বভাবতই মানবের জীবন কর্ম্ম ও বাক্য, সত্যে মঙ্গলে পুণ্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং মিথ্যা অভিমানজন্য গ্লানিপরম্পরা আর তাঁহার আত্মাকে কলুষিত করিতে পারে না।

হে বিশ্বভুবনেশ্বর মঙ্গলময় প্রভো! অহঙ্কারের চরণ পূজা করিয়া আমাদিগকে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতে দিও না। হে স্বপ্রকাশ সূর্য্য! তুমি আমাদের চিত্তগগনে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠ এবং তোমারই প্রেরিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে সচেতন ভাবে আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার চরণে বারবার প্রণতিপূর্ব্বক বলি

'ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে।'

প্রভো! তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক নিমেষেরও প্রভু নহি।

—

সার সত্যের আলোচনা।

প্রয়াণের উদ্যোগ।

গত বারের আলোচনায় দেখা হইয়াছে যে, প্রাণ অব্যক্ত-চেতন; মন অর্দ্ধব্যক্ত-চেতন; বুদ্ধি সুব্যক্ত-চেতন। এটাও দেখা হইয়াছে যে, ও-তিন বৃত্তি একই অভিন্ন জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অন্তঃকরণ-বৃত্তি বা অন্তরিন্দ্রিয়—কাজেই তিনের মধ্যে একাত্ম-ভাব অবশ্যম্ভাবী।

পাঠকের মনে সহসা এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "বাহির হইয়াছ সার সত্যের অন্বেষণে—তাহার তো কোনো উদ্যোগই দেখিতেছি না; কেবল প্রাণ-মন-বুদ্ধি লইয়াই বিব্রত! ইহার কারণ কি?" কারণ যে কি, তাহা বলিতেছি—প্রণিধান করা হো'ক্।

তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছি। সঙ্গে লোকজন নাই। বেলা দ্বিপ্রহর। চারি-দিকে মাঠ ধূধূ করিতেছে। সম্মুখে বৃক্ষ-চ্ছায়ায় পরিবেষ্টিত একটা কূপ রহিয়াছে। তরুচ্ছায়ায় পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি খুলিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ পাথেয়-সামগ্রী, যাহা তাহার মধ্যে পত্রাবগুণ্ঠিত ছিল, তাহাতেই ভোজন-ক্রিয়া সমাপন করিলাম। তাহার পরে বোচ্‌কা-বুচ্‌কি হাতড়াইয়া ঘটি বাহির করিতে গিয়া দেখি যে, ঘটি নাই; যাত্রাকালে পাথেয়-দ্রব্যাদি গুছাইবার সময় ঐটি কেবল সঙ্গে লইতে ভুলিয়াছি। কূপের গহ্বর-দ্বারে মুখ বাড়াইয়া তাহার চারি-হাত নীচে দিব্য পরিষ্কার জল দেখিতে পাইতেছি—অথচ তৃষ্ণা-নিবারণের কোনো উপায় দেখিতেছি না। পথের মাঝখানে একি বিপত্তি! ঘটির জন্য পুনরায় আমাকে বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। গম্যস্থান হ'চ্চে সার সত্য—বাসস্থান হ'চ্চে জীবাত্মা। জীবাত্মা-কুটুরীর তিনটি থাকে তিনটি প্রয়োজনীয় উপকরণ উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে;—নীচের থাকে রহিয়াছে প্রাণ—মাঝের থাকে মন—উপরের থাকে বুদ্ধি। বলিলাম বটে "তিনটি উপকরণ"; কিন্তু তিন-টির কোনোটিই সামান্য উপকরণ নহে; তিনটিই সাক্ষাৎ করণ—অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। "উপ" মিছে একটা উপসর্গ, তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল। জল সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন ঘটির প্রয়োজন, সত্যের প্রসাদ-বারি সংগ্রহ করিবার জন্য তেমনি অন্তঃকরণের প্রয়োজন। যাত্রাকালে ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধা নিতান্তই আবশ্যক। এতক্ষণ ধরিয়া তাই প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে অল্পের মধ্যে বাগা-ইয়া গোচ্‌গাচ্ করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল।

বলিলাম "জীবাত্মা বাসস্থান"। কথাটা হইল কেমন—না যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" গঙ্গাতে ঘোষপল্লী। অর্থাৎ-কিনা গঙ্গার উপকূলে ঘোষপল্লী। গঙ্গার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মাঝখানের প্রবাহ, সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া বলা হইল গঙ্গা। তেমনি আত্মার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মাঝখানের প্রবাহ, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হইতেছে আত্মা। এখন, আত্মার দুই দিকের দুই উপকূলই বা কাহার নাম—মাঝখানের প্রবাহই বা কাহার নাম—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। আত্মার মধ্যে যাহা শক্ত ডাঙা-ভূমি, তাহাই উপকূল; যাহা তরল-পদার্থ, তাহাই জল-প্রবাহ। এ-দিকে বুদ্ধি বাস্তবিক সত্যে ঠেকিয়াছে, ও-দিকে প্রাণ ভৌতিক পদার্থে ঠেকিয়াছে—দুইই শক্ত ডাঙা-ভূমি। দুয়ের মাঝখানে মন প্রাতিভাসিক সত্তার হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া চলিতেছে—মন জল-প্রবাহ। এ যাহা বলিলাম, ইহার ভিতরে

রহস্যটি পূর্ব্বে অনেকবার ইঙ্গিত করিয়াছি—এখানে তাহা আরেকবার ইঙ্গিত করা শ্রেয় বিবেচনা করি ; কথাটি এই ঃ—

(১) সুষুপ্তি-কালের বস্তু গুণ-ছাড়া বস্তু ; (২) স্বপ্নের প্রতিভাস বস্তু-ছাড়া গুণ ; (৩) জাগ্রৎকালের বস্তু বস্তু-গুণে মাখামাখি।

ইহার প্রমাণ।

সুষুপ্তি-কালে তুমি আছ, কিন্তু তোমার কোনো গুণই প্রকাশ পাইতেছে না। তোমার বিছানা আছে, খাট আছে, শয়নাগার আছে ; কিন্তু কাহারো কোনো গুণই প্রকাশ পাইতেছে না। ইহারই নাম গুণ-ছাড়া বস্তু। স্বপ্নকালে তুমি যখন হাতী দেখিতেছ—ঘোড়া দেখিতেছ ; তখন হাতীও নাই, ঘোড়াও নাই—কেবল দুয়ের দুই-প্রকার গুণ তোমার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া হাতি-ঘোড়ার বেশে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ; ইহারই নাম বস্তু-ছাড়া গুণ। জাগ্রৎকালে যখন তোমার চক্ষের সম্মুখে একটা উদ্যান বিরাজ করিতেছে, তখন তরু-লতা-পত্র-পুষ্প প্রভৃতি যে-সকল বস্তু বাস্তবিকই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহারই গুণ তোমার চক্ষে প্রকাশ পাইতেছে ;—ইহারই নাম বস্তু-গুণে মাখামাখি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? না প্রাণ। স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? না মন। প্রবোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? না বুদ্ধি। সুষুপ্তিকালে প্রাণ শরীরের বাস্তবিক সত্তাতে ঠেস্ দিয়া থাকে—জাগ্রৎকালে বুদ্ধি রূপ-রসাদির বাস্তবিক সত্তাতে অবগাহন করে। বুদ্ধি এবং প্রাণ দুই-ই বস্তু-নিষ্ঠ ;—প্রভেদ কেবল এই যে, বুদ্ধির বস্তু গুণালোকে আলোকিত ; প্রাণের বস্তু অব্যক্তের অন্ধকারে নিমগ্ন। বুদ্ধি এবং প্রাণ দুই-ই বস্তু-নিষ্ঠ—তাই দুই-ই ডাঙা-ভূমির সহিত উপমেয়। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বপ্নকালে যেমন বস্তুকে ছাড়িয়া বস্তুর ভাব সদ্য-পলাইত পক্ষীর ন্যায় খাঁচারই আশেপাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, মনের কল্পনাও সেইরূপ একপ্রকার উড়া-সামগ্রী। মন এইরূপ বস্তু-ছাড়া গুণের উপরে ভর করে বলিয়া তাহা জল-প্রবাহের সহিত উপমেয়। ইতিপূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্মগত ভাবটি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে ; সে কথা এই যে, যখন বলা হয় "গঙ্গায়াং ঘোষঃ," তখন গঙ্গার দুই দিকের দুই উপকূল এবং মাঝখানের প্রবাহ সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হয় গঙ্গা ; তেমনি যখন বলা হইতেছে জীবাত্মা সত্যধাম-যাত্রীর বাসস্থান, তখন জীবাত্মার দুই দিকের দুই উপকূল (কিনা বুদ্ধি এবং প্রাণ,) এবং মাঝের প্রবাহ (কিনা মন,) সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া বলা হইতেছে আত্মা। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমি যখন আমাকে বলি আমি, তোমাকে বলি তুমি, তখন (১) প্রাণভৃৎ শরীর, (২) মন, এবং (৩) বুদ্ধি, তিনকে একসঙ্গে পুঁট্‌লি বাঁধিয়া তাহাতে আমিত্ব বা তুমিত্ব আরোপ করি। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণভৃৎ শরীর এ-পার ; সত্যাবগাহী বুদ্ধি ও-পার ; কাজেই যাত্রারম্ভে শরীর সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। মহাকবি কালিদাস তাই বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—শরীরই প্রথম-উপক্রমের সাধন-ক্ষেত্র।

ভগীরথ যখন ভাগীরথীকে স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন, তখন ভাগীরথীর পুরাতন উপকূল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, নূতন উপকূল দুইধারে প্রতিষ্ঠিত হইল। গঙ্গা যেখান হইতে যেখানে গমন করুন না কেন—দুই উপকূল পার্শ্বরক্ষকের

ন্যায় তাঁহার সঙ্গে লাগিয়া থাকা চাই। কিন্তু তা বলিয়া এমন কোনো লেখাপড়া নাই যে, পুরাতন আমলের পেন্সন্‌ভোগী পার্শ্বরক্ষক নূতন আমলে ফিরেফিস্তি স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। উপকূল অপরিহার্য্য, এ কথা সত্য--কিন্তু কি হিসাবে অপরিহার্য্য? একটা-না একটা উপকূল চাই-ই-চাই—এই হিসাবে অপরিহার্য্য; তা বই, এ যদি চাও যে, ভাগীরথীর ইতস্তত গমনাগমন-কালে একই পুরাতন উপকূল ক্রমাগতই তাঁহার পার্শ্বে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া থাকিবে, তবে সে-রকমের অপরিহার্য্য উপকূল আকাশ-কুসুমেরই নামান্তর। উপকূল অপরিহার্য্যও বটে, পরিবর্ত্তনশীলও বটে। জীবাত্মার শরীরও সেইরূপ;—তাহা অপরিহার্য্যও বটে, পরিবর্ত্তনশীলও বটে। জন্মান্তরের তো কথাই নাই—ইহজন্মেই মনুষ্যের শরীর তিন-চারি-বার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বলিলাম "জন্মান্তর," কিন্তু কি অর্থে বলিলাম, সেটাও বিবেচ্য। আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পৃথিবীতে পুনরাগমন করাকেই জন্মান্তর-গ্রহণ বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া আছেন; আমার মন কিন্তু তাহাতে সন্তোষ মানে না। জন্ম-শব্দের অর্থের দৌড় যে অনেক দূর যায়—অনেকে তাহা বোঝেন না। শরীর-পরিগ্রহ করিয়া বাহির হইবার নামই জন্ম; তা বই, তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, মাতৃগর্ভ্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার নামই জন্ম। পদ্ম যখন পঙ্কের বিছানা হইতে আলোকে গাত্রোত্থান করে—তাহা কি জন্ম নহে? পদ্ম কি পঙ্কজ নহে? পদ্ম যখন শরীর-পরিগ্রহ করিয়া বাহির হয়—তখন সে ভূমিষ্ঠ হয় না—জ্যোতিষ্ঠ হয়;—তাহা যখন হয়, তখন তাহারই নাম পদ্মের জন্ম-গ্রহণ। আমি তাই বলি যে, মনুষ্যের জন্ম দুইপ্রকার—ঐহিক জন্ম এবং পারত্রিক জন্ম। মনুষ্য যখন ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মাতৃ-গর্ভ্ভ হইতে পৃথিবীতে বাহির হয়, তাহার নাম ঐহিক জন্ম; আবার যখন তৈজস শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া লোকান্তরে বাহির হয়, তাহার নাম পারত্রিক জন্ম। ঐহিক জন্মের প্রাক্‌কালে যেমন গর্ত্তবাসের অন্ধকার—জাগরণের প্রাক্‌কালে যেমন সুপ্তির অন্ধকার—পারত্রিক জন্মের প্রাক্‌কালে তেমনি জরা-মৃত্যুর অন্ধকার।' অন্ধকারে অন্ধকারে এ যেমন কোলাকুলি, আলোকে আলোকেও তদ্বৎ। ঐহিক জন্মকালে জীবাত্মা মাতৃগর্ভ্ভের মধ্য দিয়া পার্থিব আলোকে বাহির হয়, পারত্রিক জন্মকালে জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া অপার্থিব আলোকে বাহির হয়। ঐহিক জন্মে জীবাত্মা ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করে, পারত্রিক জন্মে জীবাত্মা তৈজস শরীর পরিগ্রহ করে। ঐহিক জন্মও জন্ম—পারত্রিক জন্মও জন্ম; ভৌতিক শরীরও শরীর, তৈজস শরীরও শরীর।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে যে,—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে।

এখানে কেবল নূতন-শরীর পরিগ্রহের কথাই বলা হইতেছে; পৃথিবীতে পুনরাগমনের কথা বলা হইতেছে না। টীকাকার কিংবা ভাষ্যকার কথার ভেল্কি-বাজি দ্বারা উহার মধ্য হইতে পুনরাগমনের বৃত্তান্তটি

নানাপ্রকার ডাল-পালায় সাজাইয়া চকিতের মধ্যে বাহির করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু যতই যাহা করুন্ না কেন, সমস্তই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'—মূলের সহিত কিছুতেই তাহা খাপ্ খাইতে পারে না; কেন যে খাপ্ খাইতে পারে না তাহা বলিতেছি—প্রণিধান করা হো'ক্।

শরীরই যে কেবল একাকী জীবাত্মার পরিধান বস্ত্র, তাহা নহে; পৃথিবীও জীবাত্মার পরিধান-বস্ত্র;—প্রভেদ কেবল এই যে, শরীর অন্তর্ব্বাস—পৃথিবী বহির্ব্বাস। মাটির শরীর মাটির সহিত এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত যে, তাহাকে পৃথিবী হইতে ছাড়ানো অসম্ভব। বায়ুর সহিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, জলের সহিত রসরক্ত, মৃত্তিকার সহিত অস্থিমাংস, কঠিন আকর্ষণ-সূত্রে সেলাই করা রহিয়াছে। পৃথিবীর সহিত শরীর—বহির্ব্বাসের সহিত অন্তর্ব্বাস—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেলাই করা রহিয়াছে; একটিকে টানিলেই আরেকটিতে টান পড়ে; একটিকে ছাড়িলেই আর-একটি ছাড়িয়া যায়। মনুষ্য যখন পার্থিব শরীর ছাড়িয়া পলায়, তখন সেই সঙ্গে পৃথিবীও তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে ছাড়িয়া যায়; তবেই হইতেছে যে, পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করিতে হইলে অপার্থিব শরীর গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কাজেই "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি" ইহার যদি কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ থাকে, তবে তাহা এই যে, ঐহিক-জন্মকালে জীবাত্মা যেমন ভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মাতৃগর্ভের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে, পারত্রিক-জন্মকালে তেমনি তৈজস শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া অপার্থিব লোকে সমুত্থান করে।

জীবাত্মার অবশ্য কর্ম্মজনিত গতি স্বীকর্ত্তব্য। কর্ম্মজনিত প্রাণের সংস্কার, মনের বাসনা এবং জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য নানা লোকের নানাপ্রকার; তদনুসারে নানা লোকের গতিও নানাপ্রকার হইবারই কথা। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বিদ্যালয়ে যেমন তিনি প্রকৃষ্ট মেধা-বুদ্ধি-যত্ন এবং অধ্যবসায়ের গুণে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন, কর্ম্মালয়েও তেমনি তিনি উচ্চ আদালতের ধর্ম্মাসনে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইতে হইল না। অতএব যাঁহারা পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যা'ন, তাঁহাদিগকে ফলভোগের অনুরোধে আবার যে এই পৃথিবীতেই আসিতে হইবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। পার্থিব রাজ্যে যেমন মনুষ্যের কর্ম্মানুযায়ী নানাপ্রকার গতিবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপার্থিব রাজ্যেও সেইরূপ নানাপ্রকার গতিবৈচিত্র্য থাকিবারই কথা। তবে দুয়ের মধ্যে স্থূল-সূক্ষ্মের প্রভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভৌতিক রাজ্য অপেক্ষা তৈজস রাজ্য যে-পরিমাণে সূক্ষ্ম, তৈজস রাজ্যের বিচারও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইবারই কথা। পৃথিবীতে মনুষ্যের আন্তরিক গুণাগুণ স্থূল শরীরের আবরণে ঢাকা থাকে, এইজন্য কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানের উপযুক্ত তাহা ঠিক্‌ঠাক্ বলিতে পারা সুকঠিন; পরলোকে সূক্ষ্ম শরীরের আবরণের মধ্য দিয়া অন্তরের গুণাগুণ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-রূপে ফুটিয়া বাহির হয়, এইজন্য যে ব্যক্তি যে স্থানের উপযুক্ত, তাহাকে সেই স্থানে সংক্রামণ করিবার জন্য সহজেই একটা ব্যবস্থা হইতে পারে; কাজেই পারলৌকিক অপার্থিব রাজ্যে কর্ম্মের অনুযায়ী—অথবা যাহা একই

কথা—কর্ম্ম-জনিত উচ্চ-নীচ বাসনা-সংস্কার এবং-বুদ্ধির অনুযায়ী উচ্চ-নীচ গতি অপক্ষপাতী ঐশ্বরিক নিয়মে নিষ্পাদিত হইতে পারিবার সম্ভাবনা সহজেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জীবাত্মার পারলৌকিক গতি-সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহাই আমি বলিলাম;—কথা উঠিল বলিয়া বলিলাম; পরন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে;—আমার মনে হয়, কতকটা যেন অপ্রাসঙ্গিক। এখানে যে কয়েকটি বিষয় আমার প্রধান ব্যক্তব্য, তাহা এই ঃ—

প্রথমত ভৌতিক শরীরেই হউক্, আর তৈজস শরীরেই হউক্—স্থূল শরীরেই হউক্, আর সূক্ষ্ম শরীরেই হউক্—কোনো-না-কোনো ধাঁচার শরীরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই;—এই গেল প্রাণ।

দ্বিতীয়ত স্থূলই হউক্, আর সূক্ষ্মই হউক্, কোনো-না-কোনো বিষয়-ক্ষেত্রে মনকে দৌড় দেওয়ানো চাই;—এই গেল মন।

তৃতীয়ত বুদ্ধি-পরিচালনা করিয়া বাস্তবিক সত্যের অনুসন্ধান এবং অনুশীলন চাই;—এই গেল বুদ্ধি।

তিনই চাই ঃ—তিনের আয়োজন পরিসমাপ্ত হইলে তবেই তিনের মধ্যে জীবাত্মা বিরাজমান হ'ন। নহিলে রাজ্যহীন রাজা যেমন রাজাই নহে, তেমনি বুদ্ধিহীন, মনোহীন, প্রাণহীন আত্মা আত্মাই নহে। জ্ঞান আত্মার ধী-শক্তির ব্যাপার, মন কল্পনা-শক্তির ব্যাপার, প্রাণ ভোগ-শক্তির ব্যাপার; যে আত্মা এই সকল শক্তিতে সম্ভৃত, সেই আত্মাই আত্মা। পক্ষান্তরে, কোনো কিছুই দেখিতেছি না, শুনিতেছি না, ভাবিতেছি না, বুঝিতেছি না, করিতেছি না, এরূপ শক্তিহীন, জড়বৎ-অথর্ব্ব, অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মাকে আত্মা বলা না বলা সমান। আদর্শ-আত্মা কিরূপ? না প্রাণ সরস, মন সতেজ, বুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী, এইরূপ রস, তেজ এবং জ্যোতি যে আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি, সেই আত্মাই আদর্শস্থানীয়। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, বুদ্ধি কোথা হইতে জ্যোতি পাইবে? মন কোথা হইতে তেজ পাইবে? প্রাণ কোথা হইতে রস পাইবে? তা আবার, যেমন-তেমন জ্যোতি হইলে চলিবে না—চিরপ্রদীপ্ত স্বয়ংজ্যোতি চাই; যেমন-তেমন তেজ হইলে চলিবে না—অপ্রতিহত ধৈর্য্য-বীর্য্য চাই; যেমন-তেমন রস হইলে চলিবে না—চির-উৎসারিত অমৃতের উৎস চাই। ইহারই জন্য সার সত্যের প্রয়োজন—ইহারই জন্য সার সত্যের অন্বেষণ। এবারকার প্রবন্ধে জীবাত্মার সম্বন্ধে যতগুলি কথা বলিলাম, তাহা-শ্রবণে কঠোর-শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতেরা মুখ ব্যাজার করিতে পারেন; তাঁহারা হয় তো বলিবেন, "কল্পনার আকাশমার্গে উড্ডয়ন ছাড়িয়া দিয়া কঠিন মৃত্তিকায় নাবো—যুক্তি এবং বিচারের পথ অবলম্বন কর—পদে পদে প্রমাণ প্রদর্শন কর—তবেই আমরা তোমার কথায় কর্ণপাত করিব।"

ইঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আগামী বারে আত্মার সম্বন্ধে সার সা॥ গোটাকত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। এই কার্য্যটি হইয়া-চুকিলেই পৌঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধার দায় হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। তাহার পরেই সম্মুখের পথ সটান প্রসারিত রহিয়াছে—সে পথ প্রকৃতির পথ। সেই বাঁধা রাস্তা অবলম্বন করিয়া যাত্রী সমভিব্যাহারে গম্যস্থানে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

—

নিজস্ব বিশ্বাস ও ধার-করা বিশ্বাস।

(এপিক্‌টেটসের উপদেশ।)

হোমরের বর্ণিত বিবরণ-গুলিই শুধু যদি তুমি জ্ঞানায়ত্ত করিয়া থাক, আর সে-সম্বন্ধে তোমার নিজের যদি কোন মতামত না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। ধর্ম্মশিক্ষা-সম্বন্ধে এ কথা আরো খাটে। ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে তুমি কি জান বল দেখি;—তুমি বলিবেঃ "কতকগুলি বিষয় ভালো, কতকগুলি মন্দ, আর কতকগুলি না-ভাল না-মন্দ।" এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?—ডায়োজিনিস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্তিগুলি তুমি কি পরখ্ করিয়া দেখিয়াছ? সে-সম্বন্ধে তোমার নিজের মতামত কি কিছু ঠিক্ করিয়াছ? আচ্ছা বল দেখি, সমুদ্রের উপর ঝড় উঠিলে, তুমি তাহা কি ভাবে সহ্য করিয়া থাকো? সে-সময়ে যখন নৌকার পাল বায়ু-বেগে লটাপট্ করিতে থাকে, তখন কি পাপ-পুণ্যের ভেদ তোমার মনে আইসে? সেই সময়ে কোন-এক ব্যক্তি আসিয়া যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে "ভগ্ন-তরী হওয়াটা কি পাপ?—কিম্বা উহা কি পাপ-লক্ষণাক্রান্ত?" তুমি কি তখন তাহাকে তাহার উত্তরে এই কথা বল না যে, "বাপু, আমাকে ছাড়ো; আমরা এখন মরিতে বসিয়াছি, আর তুমি কিনা এই সময়ে উপহাস করিতেছ?" যদি কেহ কোন বিষয়ের জন্য তোমার বিরুদ্ধে সিজারের নিকট অভিযোগ করে, আর সিজার যদি তোমাকে সেইজন্য ডাকিয়া পাঠান্; তুমি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ করিতেছ, সেই সময়ে যদি কেহ আসিয়া বলে "বাপু, তুমি কাঁপিতেছ কেন?—ব্যাপারটা কি?—সিজারের নিকট গেলে, সিজার কি পাপপুণ্যের ফল বিধান করেন?" এই কথার উত্তরে তুমি কি তাহাকে বল না?—"তুমিও আমার দুঃখের সময় উপহাস করিতেছ?"

—"তবু বলুন না তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, কেন আপনি কাঁপিতেছেন? আপনার বিপদের মধ্যে, হয় মৃত্যু, নয় কারাবাস, নয় শারীরিক যন্ত্রণাভোগ, নয় নির্ব্বাসন, নয় অপমান—এইগুলিই তো শুধু দেখিতেছি। এ-ছাড়া আর কি?—এ-সব কি পাপের মধ্যে ধর্ত্তব্য?" তখন তুমি হয় তো কতকটা এই ভাবে উত্তর দিবে;—"বাপু আমাকে ছাড়ো, আমার ভিতরে যে-সকল মন্দ আছে, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

তুমি ঠিক্‌ই বলিয়াছ। তোমার অন্তরে যে-সকল মন্দ আছে, তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। সেই মন্দগুলি কি?—না, নীচতা, ভীরুতা, ধর্ম্মে দম্ভ ও মিথ্যাভিমান ইত্যাদি। তুমি অন্যের মহিমা ও গৌরবে আপনাকে ভূষিত কর কেন?—তুমি কেন আপনাকে "ষ্টোয়িক্" বলিয়া পরিচয় দেও? ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের শুধু বুলি আওড়াইলেই ষ্টোয়িক হওয়া যায় না। "ষ্টোয়িক্" তবে কে? ফিডিয়াসের শিল্প-নিয়মানুসারে কোন প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইলে যেমন উহাকে ফিডীয় প্রতিমূর্ত্তি বলে, সেইরূপ, তুমি এমন কোন ব্যক্তি আমাকে দেখাও দেখি, যে পীড়িত হইয়াও সুখী, নির্ব্বাসিত হইয়াও সুখী, দুর্ণামপ্রাপ্ত হইয়াও সুখী। তুমি দেখাও দেখি, আমি সেইরূপ একটি ষ্টোয়িককে দেখিতে চাই; যদি পূর্ণ-গঠিত ষ্টোয়িক না দেখাইতে পার, অন্ততঃ কতকটা গঠিত হইয়াছে, অথবা সেই-দিকে উন্মুখ,—এইরূপ কোন ষ্টোয়িক আমাকে

দেখাও। আমার প্রতি এই অনুগ্রহটি তুমি কর। যে দৃশ্য আমি এপর্য্যন্ত কখন চক্ষে দেখি নাই, সেই দৃশ্যটি এই বৃদ্ধকে দেখাইতে কার্পণ্য করিও না। তুমি কি মনে করিতেছ, আমি শিল্পী ফিডিয়াস্ অথবা আথিনী-কৃত গজদন্ত ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত দেব-দেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে চাহিতেছি?—না, আমি এমন কোন মানবাত্মা দেখিতে চাহি, ঈশ্বরের সহিত যে এক-চিত্ত হইতে ইচ্ছা করে; দেবতা ও মনুষ্যের প্রতি যে দোষারোপ করে না; কি অর্জ্জন, কি বর্জ্জন—এই দুয়ের কোনটাতেই যে কখন অকৃতকার্য্য হয় নাই, যে মনুষ্য-পদবী হইতে উন্নত হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে, এবং যে আমাদের এই শরীরে—এই মরণশীল শরীরের মধ্যে থাকিয়াই দেব-দেবের সাহচর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে—সেই ব্যক্তিকে আমাকে দেখাও। কিন্তু আমি বলিতেছি তুমি দেখাইতে পারিবে না। তবে কেন তোমার এই আত্ম-বিড়ম্বনা ও পরকে বঞ্চনা? কেন অন্যের পরিচ্ছদ তুমি পরিধান কর? যাহা তোমার নহে এরূপ নাম ও বস্ত্র ধারণ করিয়া, তীর্থস্থানের বস্ত্র-চোরের ন্যায় কেন তুমি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াও?

এখন আমি তোমাদের শিক্ষাদাতা গুরু; তোমরা আমার নিকট শিক্ষা করিতে আসিয়াছ। আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমাদিগকে পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলি; যাহাতে তোমরা অবাধিত, অব্যাহত, অ-পরবশীভূত, মুক্ত, সৌভাগ্যবান ও সুখী হইতে পার;—কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ—সকল বিষয়েই কেবল ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পার, ইহাই আমার একমাত্র সঙ্কল্প। এই সমস্ত শিক্ষা করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতেই তোমরা এখানে আসিয়াছ। সত্যই তোমাদের যদি শিখিবার ইচ্ছা থাকে, আর আমার যদি শিখাইবার যোগ্যতা থাকে, তবে কেন কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না? এ-স্থলে অভাবটা কিসের? আমি যখন এক-জন ছুতারকে দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই তাহার পার্শ্বে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে, আমার তখন মনে হয়, উহাতে একটা কিছু কাজ হইবে। আমি সেই ছুতার-মিস্ত্রী; আর তোমরা সেই সব কাষ্ঠখণ্ড। বিষয়টা কি এইরূপ যে উহা শিখানো যায় না? হাঁ, শিখানো যায়। তবে কি উহা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে? যত কিছু বিষয় আছে সর্ব্বাপেক্ষা উহাই আমাদের সাধ্যায়ত্ত। ধন-ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সুখ-দুঃখ আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; কেবল বিষয়-সমূহের উচিত ব্যবহারই আমাদের সাধ্যায়ত্ত। ইহাতেই কেবল প্রকৃতির বাধা নাই—ইহাই কেবল অব্যাহত। তবে কেন উহাতে সুসিদ্ধ হইতেছ না? ইহার কারণ কি? তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় আমার মধ্যে, নয় তোমাদিগের মধ্যে, নয় বিষয়টির প্রকৃতির মধ্যে, এ-সম্বন্ধে কোন ত্রুটি রহিয়াছে। কিন্তু বিষয়টি আসলে সাধ্যায়ত্ত; এমন কি, উহাই এক-মাত্র বিষয় যাহা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। তবে এখন দাঁড়াইতেছে, হয় আমার দোষে, নয় তোমাদের দোষে, অথবা আমাদের উভয়েরই দোষে, উহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। সে যা হোক্, অতীত কথায় কাজ নাই। এসো, এখন হইতে আমরা কৃতসঙ্কল্প হই; আর কিছু নয়, শুধু কার্য্যের একটা আরম্ভ করিয়া দিই। আমার কথার উপর নির্ভর কর, দেখিবে ইহার ফল কি হয়।

জীবন দেবতা।

জীবনে যে ভুল করিয়াছি ভুলে
মার্জ্জনা কোরো তাহা।
ধুয়েছি হে প্রভু নয়নের জলে
পঙ্কিল ছিল যাহা।
যে মায়া বাঁধন রেখেছে জড়ায়ে
আমার এ দেহতরী,
দাও তাহা হ'তে মুক্ত করিয়ে
মুছায়ে নয়ন বারি।
করগো আর্দ্র পাষাণ হৃদয়
তব মধুর সঙ্গীতে,
দূরেতে পালাবে যত লাজভয়
তোমার এক ইঙ্গিতে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত
রেখেছ নিয়মে বাঁধি,
আমি কি শুধুই পাগলের মত
ঘুরিব হে নিরবধি?
যে মহামন্ত্রে দিয়েছ দীক্ষা
পালন করিতে তায়
দাও সামর্থ্য, তোমার শিক্ষা
চির দিন যেন পায়।
বসায়ে আমারে উচ্চ আসনে
মোরে অতি বড় গণি,
সকল গর্ব্ব তোমার শাসনে
পলাবে লজ্জা মানি।
যত পাই আমি আরো তত চাই
তৃপ্ত না হিয়া মোর,
সেটুকুও যদি কভুও হারাই
নয়নে বহে গো লোর।
যাহা মোর নয় তারি তরে এত
করি আমি হাহাকার,
ধরিবারে ধাই পাগলের মত
যাহা নহে ধরিবার।
জানি আমি সব জেনে শুনে প্রভু
দূরে চলে যেতে চাই,
জানি মোরে তুমি ছাড়িবে না কভু
ভরসা শুধুই তাই।

প্রেম নীরবতা।

প্রেম প্রথমতঃ সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম আকারে হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু উহা একবার মাত্র প্রবেশ লাভ করিলে, সমগ্র হৃদয়কে দখল করিয়া বসে এবং ক্রমশঃ হৃদয়কে বৃহদায়তন ও সুপ্রশস্ত করে। হৃদয়রূপ "সোণার জমির" উপর প্রেমের একটীমাত্র ক্ষুদ্র বীজ রোপিত হইলে, উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক, প্রেমিকের সমগ্র জীবনের সর্ব্ব ভাগকে ছাইয়া ফেলে। প্রকৃতিরোপিত প্রেমবীজ পরিবারের মধ্যে অঙ্কুরিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে সমাজের উপর, তৎপরে জগতের উপর শাখা প্রশাখা বিস্তার করে।

প্রশান্ত নির্ম্মল হ্রদের অচঞ্চল বক্ষে, একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিবে; ক্রমে তাহার চতুষ্পার্শ্বে আরও একটি বৃহত্তর ঢেউ উঠিবে; পরে সেইটিরও চতুর্দ্দিকে তৃতীয় একটি ঢেউ উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গমালা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। হৃদয়-সাগরেও এই প্রকার বীচিমালা উত্থিত হয়।

সাধারণ সংস্কার এই যে, বস্তু-বিশেষের প্রতি অধিক প্রেম জন্মিলে, মানব সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়ে, জগৎ তাহার হৃদয়ের সমুচিত অংশলাভে বঞ্চিত হয়।

তজ্জন্যই অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া, স্নেহের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, কর্ত্তব্যের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, পিতামাতা, পুত্র কন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। অধুনা অনেক যোগীকে এই

প্রকার সন্ন্যাস করিতে দেখা যায়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্রবর্জ্জিত এক উদ্ভট প্রণালী। শাস্ত্র ইহার বিরুদ্ধ,—শিববাক্য ইহার বিরুদ্ধ,—প্রকৃতির নিয়ম ইহার বিরুদ্ধ,—ঈশ্বরের আদেশ ইহার বিরুদ্ধ। প্রেম ভিন্ন অন্য প্রকার সন্ন্যাস বিরক্ত সন্ন্যাস। বিরক্তি হইতে তাহার উৎপত্তি,—নিজের কল্পিত উন্নতি, বা সুখ ও মুক্তির আশা তাহার মূলে।

ঈশ্বরের নিয়মের অধীন হইয়া চলা, তাঁহার জীবের সেবায় নিযুক্ত থাকা, এবং তজ্জন্য নিজের সুখানুরোধ ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না। "সকলের সার" সেই "ভক্তি, মুক্তি যার দাসী।" প্রকৃত ভক্তি মানুষকে ভগবানের দাস করে। যে অবস্থায় ভগবান মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, ভক্তিমান কর্ম্মচারীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন পূর্ব্বক, প্রেমিক বা ভক্ত সন্ন্যাসী কার্য্য করেন,—এবং নিজের বাসনা, সুখ ও খেয়াল আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন দেন! বশ্যতাই সন্ন্যাসের প্রধান গুণ, লক্ষণ। রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমজনিত বৈরাগ্য ঐ প্রকার কর্ম্মশীল ও স্নেহশীল।

যাহাদের ভার বিশেষভাবে আমাদের উপর অর্পিত, তাহাদিগকে ত্যাগ করা বৈরাগ্য সঙ্গত নহে, বিশ্বজনীন প্রেমের পরিচায়ক নহে। ভগবান যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা, যে একমাত্র উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুর উপদেশে, তাহা যেমন উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, জগতের অন্য কোনও গ্রন্থে তেমন নহে। সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপদেশ খণ্ডীকৃত করিলে অপরাধ হইবে বলিয়া তাহা উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। অনেকেই উহা জানেন।

সংসারের পবিত্র সম্বন্ধ ছিন্ন করা অন্যায়। পরম তত্ত্বজ্ঞ সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার "আধ্যাত্মিক পত্রিকা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয়ের ভাব সমূহ পার্থিব। তাহা হইলেও, তাহারা যদি ভগবানের দিকে তোমাকে চালিত করে, তবে উহা ত্যাগ করিও না। কেবল সাবধানে থাকিও,—তৎকর্ত্তৃক মোহাভিভূত হইও না"। *

যোগীর হৃদয় ধ্যানধারণার দিকে ধাবিত হইলেও,—একাকী নির্জ্জনে বসিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের ভাবে বিভোর থাকা প্রীতিকর হইলেও,—ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী শ্রীমতী গাঁয়ো গাহিয়াছেন,—"প্রেম মৃদুস্বরে হৃদয়ে বলিতেছে,—"তোমার অবস্থায় (সেবকের, দাসীর) পছন্দ অপছন্দ করা সাজে না। (যাহা দিয়াছেন ও আদেশ করিয়াছেন তাহাতে) সম্মতিই তোমার সাজে"। † এবং "বদ্ধ জীব বা বন্দী হইয়া থাকিতে আমি রাজি এবং সন্তুষ্ট, কারণ হে ঈশ্বর! ইহা তোমার ইচ্ছা"। ‡ এমনি ভক্তি ও প্রেমের সহিত ঈশ্বরে কর্ম্ম ও ইচ্ছা সমর্পণ-পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস ও বিশ্বপ্রেমের ভূমিকা।

---

* "I see you say that your feelings are Earthly. Even so they need not be rejected if they lead to God; only you must be on guard, and not be taken unawares by any such."—St. Francis de Sales.

‡ "Love this gentle admonition
Whispers soft within my breast :
"Choice befits not thy condition,
Aquiescence suits thee best."
—MADAME GUYON

‡ "Well pleased a prisoner to be,
Because, my God, it pleases Thee."
—MADAME GUYON.

প্রেরিত।

পুণ্যাহ।

বিগত ১১ই আষাঢ় তারিখে শ্রীমন্মহর্ষি-দেবের নদিয়া জেলার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায় সিলাইদহ কাছারীর শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে তত্রত্য কাছারী-বাটীতে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থল এবং কাছারীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ হইয়াছিল।

নববর্ষের আরম্ভে পুণ্যাহ এখানে একটী অতি আনন্দের দিন। এই উপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দ উৎসব হয়। স্থানীয় লোক ও কৃষকদিগের আমোদের নিমিত্ত নহবৎ ও স্থানীয় নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড বাজিয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকসকলকে ভোজন করান হইয়াছিল। প্রজারঞ্জনের জন্য হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির পর ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক গুলি পাঠান্তে তাহার তাৎপর্য্য গুলি বাঙ্গলা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলী স্থির ভাবে সভাস্থলে বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

উপদেশ।

আজ এ প্রদেশের নববর্ষ। আজ শুভ পুণ্যাহ। এই উপলক্ষে আমরা সকলে এখানে সমাগত হইয়াছি; আজ কৃষকগণ কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া আপনাপন বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া উৎসব দর্শনার্থে সমবেত হইয়াছে। বাস্তবিক আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতা যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের উপর অজস্র করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার স্নেহে আমরা সর্ব্বদাই সুরক্ষিত তাঁহার অপার স্নেহ ও করুণা স্মরণ করিয়া আইস সকলে আজ এই শুভদিনে ও শুভ পুণ্যাহের প্রথমে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিযোগে তাঁহার চরণে বারবার নমস্কার করি। হে মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ, তোমার নিকট একান্তমনে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি এখানকার এই দীনহীন সন্তানগণের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিয়া দাও, এবং ইহাদিগকে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় প্রভৃতি সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার সুশীতল পদচ্ছায়ে রক্ষা কর।

হে সমাগত প্রজাবর্গ, তোমরা সকল প্রকার পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিও, দেখিও, যেন সংসারের পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সেই দয়াময়, মঙ্গলময় পিতাকে ভুলিয়া থাকিও না, তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিও না। সর্ব্বদাই সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিবে। সম্পদে, বিপদে, রোগে, স্বাস্থ্যে সকল অবস্থাতেই তাঁহার শরণাপন্ন থাকিবে, তাহা হইলে করুণাময়ের কৃপায় সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা সুখশান্তিতে বিচরণ করিতে পারিবে।

তোমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়, ঈশ্বর যে রাজাকে তোমাদের প্রতি নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি পুণ্যবান, প্রজাবৎসল ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। তিনি সর্ব্বদাই তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। তোমরাও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি কর, এবং ঈশ্বরকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর।

হে পরমাত্মন্! আজ এই নববর্ষের এই

শুভ পুণ্যাহের দিনে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, এখানকার এই দীনহীন প্রজাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে শান্তি বিধান কর। ইঁহাদের সকলকে ধর্ম্মে মতি দাও এবং তোমার সত্যধর্ম্ম ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে প্রেরণ কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আর আমাদের সত্যনিষ্ঠ দয়াবান প্রজাপালক রাজার দীর্ঘায়ু প্রদান কর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কল্যাণ বিধান কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১২৯॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫১৸৶৬
সমষ্টি	...	৬৮১।৶০
ব্যয়	...	১৫০ ৯
স্থিত	...	৫৩১।৵৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩১৷৵৩

৫৩১।৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৫০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৲

জনৈক বন্ধু

১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

৺ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের
শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্ত

৫৲

৫০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭৸০
পুস্তকালয়	...	২৪৶৬
যন্ত্রালয়	...	৩৭॥০
গচ্ছিত	...	।০
সমষ্টি		১২৯॥ ৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১১১।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪॥৵৯
পুস্তকালয়	...	৫৶০
যন্ত্রালয়	...	৮৸৵০
সমষ্টি		১৫০ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXIV.

Man's Yearning for Divine Revelation.

"আবিরাবীর্ম্ম এধি"

"Do Thou reveal Thyself to us."

It is by strenuous individual efforts that each of us shall have to advance every step in the path of righteousness. It is essential that ceaseless and earnest should be our endeavours that we may not dwindle into the position of the slave of circumstances, that, like a straw in the stream, we may not be drifted with the current of sensual propensities, that we may not be swayed by the influences of the changeful times, that we may walk on the path of God as masters of our own selves, and that day and night we may behold His image of goodness in our pure hearts; but without the grace of God what can our meagre efforts achieve? Where is that power of our virtues, that potency of the righteousness in us, that can enable us to gain the All-Holy God by our endeavours? Is the price of our life so high that we can purchase that Priceless Jewel by the sacrifice of that life? Verily, nothing but the grace of God can enable us to win Him. To obtain Him we must with disinterested love pray to Him. When we feel the want of God as a great and deep want and nothing but God can gratify the mind, when living in the midst of all worldly possessions the feeling of his want drowns us into the depths of misery, then we cry unto Him and pray thus, "Come and sit on my heart, and coming to it do Thou cool it, scorched as it is with the fiery ordeal of the world." When the world can not fill our heart, when either prosperity or adversity loses all power to bring us to God, when the absence of God deprives our body of all comfort and bereaves our mind of peace, then to obtain the divine light of His countenance that shines beyond the darkness of the great sorrow and misery of that hour, we pray to Him with all our heart, we shed tears at His feet, and we call Him to come unto us. When we are so overpowered by our thirst for Him, God answers to our sincere prayer—He fills our heart by offering Himself to us. Prayer is our strength, even as the child's strength is its cries to its mother. If we ever be so feeble as to be incapable of almost everything, we do not even then lose the power of bringing up to and lay at the feet of the Lord—who is like the fabled tree which yields all fruits one wishes to obtain from it—all our hopes, all our desires and all our wants. God lends willing ears to what we address to Him; He dispenses only what is good; He sends us His gift of spiritual nectar and the soul drinketh it is and rendered strong and sturdy thereby to be fitted to walk in the path of eternity.

O Supreme Spirit, draw us unto Thee. What need can we have to pray to Thee for worldly necessaries and wealth? All the day long, all the night through, it is Thy mercy that nourishes our body and mind. It is from Thy hand that prosperity and adversity, happiness and misery, reward and punishment come to us and contribute to our well-being and advancement. From

the moment we were born, hast Thou been distributing to us Thy mercy without stint. What shall we then pray for to Thee? Whatever Thy will be is the will from which nothing but good proceeds. Let Thy will be done so that good may befall all the universe. We know not what conduces to our welfare and what to our misery; Thou knowest it all. But through Thy mercy, we have at least known this truth that to obtain Thee is to gain all the good and all the prosperity attainable by man. If the renuciation of all wealth and possessions, all honor and rank, and even life itself be the way to obtain Thee, such renunciation will be the greatest good to us; but if forsaking Thee be the way to the throne of the monarch of the world, no evil shall be greater than such an act. When Thou comest to our heart, we obtain all good. Therefore, we pray to Thee for only one boon—the boon of Thy revelation; we call unto Thee, saying, "আবিরা বীর্ম্ম এধি"–"Reveal Thyself to us." Remain in our heart, remain in it as its Lord—and do Thou accept us. Our vision is fixed neither on the earth nor on the sky but on Thee; Thee only do we behold and Thee only do we covet. My heart yearneth for Thy company, for Thy vision and for Thy words of solace: come and dwell in this broken heart, and descend to this poor cottage of my physical frame. We have no hope that our powers would avail us much, we have no strength of our own, and we can not do much for Thy sake. Thy propitiousness is our all; Thou art our all. Enclose ourselves within Thy embrace; grant us protection under the shadow of Thy feet, bring us within the sphere of Thy love and thus deliver us from all misery and affliction.

Whenever, O God, we have prayed to Thee, Thou hast heard our prayer. On the lofty mountain-top have I beheld Thee and when in the heart of the desolate forest I have sought Thee longingly, and Thou hast even there shed on my heart the cooling waters of Thy peace. Whenever I pray to Thee in this holy temple dedicated to Thy worship, Thou manifestest Thyself to me: I perceive that Thou seest my heart, that Thy eyes of love are fixed on my eyes. What power, what virtue do these material eyes of mine possess that they can behold the immaterial light of Thy wisdom? The eye of the soul, the eye of knowledge can alone behold Thee. But at the present moment what my eyes thirst here to behold among this congregation of saintly men are the dust of Thy feet and the face of Thy devotee, prostrate at Thy feet, the face that is illuminated by his love for Thee. And my ears are eager to hear Thy deep, solemn voice—the voice that issues in the still night from the billions of stars travelling in their orbits, and kept in beautiful order in their spheres by law unyielding. Now I obtain glimpses of Thy goodness everywhere. The pure love of the devoted, constant wife, the disinterested, unshakeable affection of the mother and the sincere loving attachment of the bosom friend are now clearly revealed to my eyes through a bright perception of Thy incomparable goodness.

O Supreme Spirit, I pray to Thee that I may be enabled to behold Thee to the end of my days and that after death, when I wake up in Thy new kingdom, I may have the power to sing again Thy glory, to offer Thee the gift of my tears of love, and to perform the works that Thou lovest. Ye Brahmos, our hearts are full now; let us then all jointly pray to Him;—"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" "Lead us from the unstable

and the fleeting to what is stable and eternal; lead us from darkness unto light, lead us from death to immortality. Thou who art revealed by Thyself, do Thou reveal Thyself to us. Thou who wearest a stern visage, protect us always by Thy face of gracious aspect."

The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(Translated from Bengalee)

(Continued from page 8.)

The nobility of a soul is determined by what it admits as its ideal object of pursuit. Some admit wealth to be their only aim, some honor or rank, and some fame. The primeval Aryans admitted Indra or Chandra or Varuna as OM; the existence of those Gods appeared to them as the supremest reality. The Rishis of the Upanishads who came later declared that in and out of the universe Brahma was the only OM, the Eternal Affirmation, the Everlasting Yea; Within our soul He is the OM, He is the Yea, in the whole universe He is the the OM, He is the Yea; and beyond this universe, beyond time and space, He is the OM, He is the Yea. It is this eternal, omnipresent and great Yea that is signified by the sound OM. In ancient India, Brahma or God was invested with no image, was represented by no symbol—but there was only this one small but vast sound of OM to represent and symbolize Him. With the help of this one sound, the Rishis plunged their souls, sharpened by prayer, into Brahma, as the archer makes the sharpened arrow pierce unerringly his aim. With the help of this one sound, the God-knowing house-holders of those ancient days beheld all that exists in the universe as being enveloped by God.

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। The *Samas* or the *slokas* of the Sam Veda are sung, perefaced by the utterance of the word OM. OM is, therefore, a sound of joy.

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। OM signifies command. The priest presiding over religious ceremonies prefaces his every command to his disciples with the word OM. The sound of OM as a great command is thundering eternally over all the world and over all our work. He who is of all truths the Supreme Truth exists in our hearts as One who is of all joys the Supreme Joy, and He it is who reigns over the sphere of human work as one who is of all commnadments the Supreme Commandment. That is, He is OM

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ,
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

"There where He is, the sun pales into non-manifestation, the moon and the stars pale into non-manifestation, the lighining pales into non-manifestatien; how can then this fire be manifest there? All is manifested by the manifestation of this Being who is All Light, all is effulgent through His effulgence." He it is who is OM.

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রোয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

"This Supreme Spirit, who is the inner Being of our being, is to us dearer than son, dearer than wealth and dearer than all things beside." He it is who is OM,

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।

কুশলান্ন প্রমদিতব্যং ।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং ।"

"Fall not from truth, fall not from righteousness, fall not from what is good, fall not from what is noble or great." He, of whom this is the commandment is the Being who is OM.

Many hold the opinion that we seek to obtain in God the entire satisfaction of the yearnings of our nature which has its weaknesses ; that our love is not gratified by only knowledge and meditation of God but that it longs to serve Him, and that in order to gratify this natural longing for divine service we confine God within the bounds of an image and serve and worship Him by adorning it with garb and ornaments, and presenting it with articles of food.

It is true that we seek in Brahma the highest gratification of all our natural human yearnings ; and it is because such gratification can not be obtained from the mere knowledge of God and reverential love for Him, that the Shastras have advised the householder to be God-knowing and God-devoted, and at the same time enjoined that all work the householder should perform should be consecrated to God. This signifies that life's every duty performed is the service and worship of God. If by the offering of food and garment and flowers and sandal wood to the image we have made of God we seek to satisfy our longing for divine worship and service, we obtain nothing of the greatness achievable from the perfor mance of our duties, but on the contrary reap results of an opposite character. The knowledge of God conduces to the fruition of all our knowledge ; the love of God leads us to the supreme gratification of the love of offspring and all other species of earthly love, and likewise the service of God facilitates the highest ennoblement and liberalization of all our well-intentioned efforts. It is with the object of accomplishing such ennoblement of our knowledge, love and work that Manu has advised the househoIer to be Brahma-devoted. The real fruition of human nature lies in the fulfilment of this high aim and not in sensual enjoyment, nor in pastime. To bathe, clothe and offer food to an earthen image of God can not lead to any supreme gratification of the instinct of work that is in us, but narrows and demeans our ideal of duty. Our work expands in accordance with the expansion of our love and reverence. One spends his energies for the good of the family to the extent to which one loves the family. He who reveres his fatherland seeks to gratify his patriotism by hard offorts for the removal of its wants and of any stigma that attaches to its name. He who is deeply devoted to God satisfies his devotion by the direction of his energies to the service of the family, the neighbour, the country, and all besides. The fulfilment of our endeavour to serve others is to be found in such acts as clothing the poor, and feeding the hungry. To place cloth and food before an image as gifts to it is mere sport and not work, an infatuated, luxurious indulgence of the reverential love man feels for his Maker, and not an effortful assiduous exercise of it. If such sport brings any gratification to our infatuated heart, it is self-gratification, and it means no service of God but service done to our own self. The high ideal of divine service is to perform every voluntary work of life for the sake of God and to feel blessed in such service. It we are to be true to this ideal, we shall have to forsake the material ideal.

(To be continued.)

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

সপ্তমপ্রপাঠকে

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ। অধীহি ভগব ইতি হোপাসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি। ১

তৎসৎ। পরমার্থতত্ত্বোপদেশপ্রধানপরঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সদাত্মৈকত্বনির্ণয়পরতয়ৈবোপযুক্তঃ। ন সতোঽর্ব্বাগ্বিকারলক্ষণানি তত্ত্বানি নামাদিপ্রাণান্তানি ক্রমেণ নির্দ্দিশ্য তদ্দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং নিরতিশয়ং তত্ত্বমিতীমং সপ্তমং প্রপাঠকমারভতে। অথবা নামাদ্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টানি তত্ত্বান্যতিতরাঞ্চ তেষামুৎকৃষ্টতমং ভূমাখ্যং তত্ত্বমিতি তৎস্তুত্যর্থং নামাদীনাং ক্রমেণোপন্যাসঃ। 'অধীহি' অধীষ্ব 'ভগবং' ভগবন্ 'ইতি' 'হ' কিল 'উপাসসাদ' উপসন্নবান্ 'সনৎকুমারং' যোগীশ্বরং ব্রহ্মনিষ্ঠং 'নারদঃ'। 'তং' ন্যায়েনোপসন্নং 'হ উবাচ' 'যৎ' আত্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ 'বেত্থ' 'তেন' তৎপ্রখ্যাপনেন 'মা' মাং 'উপসীদ' ইদমহং জানে ইতি 'ততঃ' অহং ভবতো বিজ্ঞানাৎ 'তে' তুভ্যং 'ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি ইতি'। ১।

ভগবন্! আমাকে শিক্ষা দেন, এই বলিয়া নারদ যোগীশ্বর সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। সনৎকুমার বলিলেন, যাহা জান, তাহা আমাকে বল, পরে আমি তাহা হইতে অধিক (তোমার অজ্ঞাত বিষয়) তোমাকে বলিব। ১।

স হোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি। ২।

'সঃ হ উবাচ' নারদঃ 'ঋগ্বেদং ভগবঃ' 'অধ্যেমি' স্মরামি যদ্বেত্থেতি বিজ্ঞানস্পষ্টত্বাত্তথা 'যজুর্ব্বেদং সামবেদং আথর্ব্বণং চতুর্থং' বেদং বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ 'ইতিহাসপুরাণং 'পঞ্চমং' 'বেদানাং বেদং' ভারতং পঞ্চমং বেদং 'পিত্র্যং' শ্রাদ্ধকল্পং 'রাশিং', গণিতং 'দৈবং' উৎপাতজ্ঞানং 'নিধিং' মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রং 'বাকোবাক্যং' তর্কশাস্ত্রং 'একায়নং' নীতিশাস্ত্রং 'দেববিদ্যাং' নিরুক্তং 'ব্রহ্মবিদ্যাং' ব্রহ্মণ ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যস্য বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাকল্পচ্ছন্দশ্চিতয়স্তাঃ 'ভূতবিদ্যাং' ভূততন্ত্রং 'ক্ষত্রবিদ্যাং' ধনুর্বেদং 'নক্ষত্রবিদ্যাং' জ্যোতিষং 'সর্পদেবজনবিদ্যাং' সর্পবিদ্যাং' গারুড়ং। দেবজন বিদ্যাং গন্ধযুক্তিনৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদিবিজ্ঞানানি। 'এতৎ'সর্ব্বং হে 'ভগবঃ' অধ্যেমি' ।২।

নারদ বলিলেন, ভগবন্ আমি ঋক্ যজু সাম এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদ অভ্যাস করি-

য়াছি। ইতিহাস পুরাণ, বেদের মধ্যে পঞ্চম বেদ (মহাভারত) শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, দৈব, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান; হে ভগবন্ এই সকল আমি অভ্যাস করিয়াছি। ২।

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তংহোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ। ৩।

'সঃ অহং ভগবঃ মন্ত্রবিৎ এব অস্মি' এতৎ সর্ব্বং জানন্নপি 'শব্দার্থমাত্রবিজ্ঞানবানেবাস্মীত্যর্থঃ। মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদিত্যর্থঃ। 'ন আত্মবিৎ' নাত্মানং বেদ্মি। 'শ্রুতং এব' আগমজ্ঞানমস্ত্যেব 'হি' যস্মাৎ 'মে' মম 'ভগবৎ-দৃশেভ্যঃ' যুষ্মৎসদৃশেভ্যঃ 'তরতি' অতিক্রামতি 'শোকং' মনস্তাপমকৃতার্থবুদ্ধিতাং 'আত্মবিৎ ইতি' অতঃ 'সঃ অহং ভগবঃ' 'শোচামি' অকৃতার্থবুদ্ধ্যা সন্তপ্যে সর্ব্বদা 'তং মা' মাং 'শোকস্য পারং' শোকসাগরস্য পারং 'তারয়তু' আত্মজ্ঞানোড়ুপেন কৃতার্থবুদ্ধিমাপাদয়ন্ত্বভয়ং গময়ত্বিত্যর্থঃ। 'তং' এবমুক্তবন্তং 'হ উবাচ' 'যৎ বৈ কিঞ্চ এতৎ' 'অধ্যগীষ্ঠাঃ' অধীতবানস্যধ্যয়নেন তদর্থজ্ঞানবানসি 'নাম এব এতৎ' বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি শ্রুতেঃ।৩।

ভগবন্ আমি মন্ত্রবিৎ মাত্র কিন্তু আত্মবিৎ নহি। ভবাদৃশ ঋষিগণের নিকট শ্রুত আছি, আত্মবিৎ ব্যক্তিই শোক অতিক্রম করেন। আমি সন্তাপ ভোগ করিতেছি, ভগবান আমাকে সন্তাপের পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিউন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন, এই যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নাম মাত্র। ৩

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি। ৪

'নাম্নঃ বৈ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ আথর্ব্বণঃ চতুর্থঃ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ বেদানাং বেদঃ পিত্র্যঃ রাশিঃ দৈবঃ নিধিঃ বাকোবাক্যং একায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজন-বিদ্যা' 'নাম এব এতৎ' 'নাম উপাস্স্ব ইতি' ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা। যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যোপাস্তে তদ্বৎ। ৪।

নামই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ, ইতিহাস পুরাণ, বেদের মধ্যে পঞ্চম বেদ (মহাভারত) শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, দৈব, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি বিজ্ঞান। ইহা নাম মাত্রই, অতএব নামেরই উপাসনা কর। ৪।

সযো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নোগতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো নাম-ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নোবাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ৫। ১

'সঃ যঃ' তু 'নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' তস্য যৎ ফলং ভবতি তচ্ছৃণু 'যাবৎ নাম্নঃ' 'গতং' গোচরং 'তত্র' তস্মিন্নামবিষয়ে 'অস্য' 'যথা কামচারঃ' কামচরণং রাজ্ঞইব স্ববিষয়ে 'ভবতি' 'য নামব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' ইত্যুপসংহারঃ। কিং 'অস্তি ভগবঃ নাম্ন : বাব' 'ভূয়ঃ' অধিকতরং যদ্ব্রহ্ম দৃষ্ট্যার্হমন্যদিত্যভিপ্রায়ঃ সনৎকুমারঃ আহ 'নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' ইত্যুক্ত আহ যদ্যস্তি 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'।৫।১

যিনি নাম-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যতটুকু নামের গোচর ততটুকু তাঁহার গোচর হয়। ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, নাম হইতে কি অধিকতর কিছু আছে। সনৎকুমার বলিলেন নাম হইতে অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ৫। ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলিকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চ যদ্বৈ বাঙ্নাভবিষ্যন্ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপিষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি। ১

'বাক্ বাব নাম্নো ভূয়সী' বাগিতীন্দ্রিয়জিহ্বামূলাদিষষ্টসু স্থানেসু স্থিতং বর্ণানামভিব্যঞ্জকং। কার্য্যাদ্ধি কারণং ভূয়ঃ দৃষ্টং লোকে। যথা পুত্রাৎ পিতা তদ্বৎ। কথং চ বাঙ্নাম্নোভূয়সীত্যাহ। 'বাক্ বৈ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি' অয়ং ঋগ্বেদ ইতি। তথা যজুর্ব্বেদং সামবেদং আথর্ব্বণং চতুর্থং ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যং একায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চ আকাশং চ আপঃ চ তেজঃ চ দেবাং চ মনুষ্যাং চ পশূং চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীং শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলিকং ধর্ম্মং চ অধর্ম্মং চ সত্যং চ অনৃতং চ সাধু চ অসাধু চ 'হৃদয়জ্ঞং চ' হৃদয়প্রিয়ং তদ্বিপরীতং 'অহৃদয়জ্ঞং' 'যৎ বৈ' যদি 'বাক্ ন অভবিষ্যৎ' বাগভাবেঽধ্যাপনাভাবস্তদর্থং শ্রবণাভাবস্তচ্ছ্রবণাভাবে 'ন ধর্ম্মঃ ন অধর্ম্মঃ ব্যজ্ঞাপিষ্যৎ' 'ন সত্যং ন অনৃতং ন সাধু ন অসাধু ন হৃদয়জ্ঞঃ ন অহৃদয়জ্ঞঃ' বিজ্ঞাতমভবিষ্যৎ। তস্মাৎ 'বাক্ এব এতৎ' শব্দোচ্চারেণ 'সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি' অতো ভূয়সী বাঙ্নাম্নস্তস্মাৎ 'বাচং' বাচং ব্রহ্মেতি 'উপাস্ব' ।১।

বাক্য নাম হইতে শ্রেষ্ঠ। বাক্যই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদকে বিজ্ঞাপন করে, ইতিহাস পুরাণকে, বেদের মধ্যে পঞ্চম বেদকে, শ্রাদ্ধকল্পকে, গণিতকে, দৈবকে, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্রকে, তর্কশাস্ত্রকে, নীতিশাস্ত্রকে, নিরুক্তকে, ব্রহ্মবিদ্যাকে, ভূতবিদ্যাকে, ধনুর্ব্বেদকে, জ্যোতিষকে, সর্পবিদ্যাকে, নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি বিজ্ঞানকে, স্বর্গ এবং পৃথিবীকে, বায়ু এবং আকাশকে, জল এবং তেজকে, দেব এবং মনুষ্যকে, পশু এবং পক্ষীকে, তৃণবনস্পতীকে, শ্বাপদ সকলকে, আকীট পতঙ্গ পিপীলিকাকে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে, সত্য এবং অনৃতকে, সাধু ও অসাধুকে প্রিয় এবং অপ্রিয় পদার্থকে বিজ্ঞাপন করে। যদি বাক্য না থাকিত তবে না ধর্ম্ম না অধর্ম্ম না সত্য না অসত্য, না সাধু না অসাধু, না প্রিয় না অপ্রিয় প্রকাশ পাইত। অতএব বাক্যই শব্দোচ্চারণ দ্বারা সকলকেই প্রকাশ করে। অতএব নাম হইতে শ্রেষ্ঠ যে বাক্য সেই বাক্য-ব্রহ্মেরই উপাসনা কর। ১

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য তথা কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২

'সঃ যঃ' তু "বাচং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' তস্য যৎ ফলং ভবতি তচ্ছৃণু 'যাবৎ বাচঃ' 'গতং' গোচরং 'তত্র' তস্মিন বাগ্বিষয়ে 'অস্য' 'তথা কামচারঃ' কামচরণং রাজ্ঞইব স্ববিষয়ে 'ভবতি' 'যঃ' বাচং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' কিং অস্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয় ইতি' 'বাচঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' ইত্যুক্ত আহ নারদঃ যদ্যস্তি 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' ।২।

যিনি বাক্য ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যতটুকু বাক্যের গোচর, ততটুকু তাঁহার গোচর হয়। ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় বাক্য হইতে কি অধিকতর কিছু আছে? সনৎকুমার কহিলেন,

বাক্য হইতে অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচঞ্চ নাম চ মনোঽনু ভবতি স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে মনোহ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্বেতি। ১।

'মনঃ' মনস্তনবিশিষ্টমন্তঃকরণং 'বাব' 'বাচঃ ভূয়ঃ মনস্তনব্যাপারবদ্বাচং বক্তব্যে প্রেরয়তি। তেন বাঙ্মনস্যন্তর্ভবতি। যচ্চ যস্মিন্নন্তর্ভবতি তত্তস্য ব্যাপকত্বাত্ততো ভূয়ো ভবতি। 'যথা বৈ' লোকে 'দ্বেবা আমলকে' 'দ্বেবা কোলে' 'দ্বৌ বাক্ষৌ' বিভীতকফলে 'মুষ্টিঃ অনুভবতি' মুষ্টিস্তে ফলে ব্যাপ্নোতি মুষ্টৌ হি তেঽন্তর্ভবতঃ। 'এবং বাচং চ নাম চ আমলকাদিবৎ 'মনঃ অনুভবতি' 'সঃ যদা পুরুষো যস্মিন্ কালে 'মনসা' অন্তঃকরণেন 'মনস্যতি'; মনস্তনং বিবক্ষাবুদ্ধিঃ কথং 'মন্ত্রান্ অধীয়ীয়' উচ্চারয়েয়মিত্যেবং বিবক্ষাং কৃত্বা 'অধীতে' তথা 'কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয় ইতি' চিকীর্ষাবুদ্ধিং কৃত্বা 'অথ কুরুতে' 'পুত্রান্ চ পশূন্ চ' 'ইচ্ছেয় ইতি' প্রাপ্তীচ্ছাং কৃত্বা তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন 'অথ ইচ্ছতে' পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা 'ইমং চ লোকং অমুং চ উপায়েন 'ইচ্ছেয় ইতি' তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন 'অথ ইচ্ছতে' প্রাপ্নোতি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ সতি মনসি নান্যথেতি 'মনঃ হি আত্মা' উচ্যতে 'মনঃ হি লোকঃ' সত্যেব হি মনসি লোকোভবতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানঞ্চেতি। মনোহি লোকো যস্মাত্তস্মাৎ 'মনঃ হি ব্রহ্ম' যৎ এবং তস্মাৎ 'মনঃ উপাস্ব ইতি'। ১।

মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। দুইটি আমলক ফলকে কিম্বা দুইটি কুলকে কিম্বা দুইটি বিভীতক ফলকে যেমন মুষ্টি অনুভব করে, সেইরূপ বাক্য এবং নামকে মন অনুভব করে। পুরুষ যখন মন দ্বারা মনন করে যে আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করি, অনন্তর অধ্যয়ন করে, কর্ম্ম করি, অনন্তর কর্ম্ম করে, পুত্র এবং পশু প্রাপ্ত হই, অনন্তর উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হয়, ইহলোক এবং পরলোক প্রাপ্ত হই, অনন্তর উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হয়। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম, অতএব মনেরই উপাসনা কর। ১।

তাৎপর্য্য—মননশীল অন্তঃকরণ বাক্যকে বক্তব্য বিষয়ে প্রেরণ করে, এই কারণ বাক্য মনের অধীন। সুতরাং বাক্য হইতে মন শ্রেষ্ঠ। জড়পিণ্ড কর-মুষ্টি কিছু চৈতন্যবিশিষ্ট নহে যে সে আমলক ফলকে অনুভব করিবে? কিন্তু মুষ্টির ব্যাপকত্ব হেতু আমলক তাহার আয়ত্ব এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া বাক্য এবং নামের প্রেরণার কারণ বলিয়া বাক্য ও নাম হইতে মনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছেন। কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মননের দ্বারা প্রথমে মনুষ্য তাহা স্থির করে এবং পরে তাহা করে অতএব মনই তাহার প্রেরক বা কারণ। আত্মার যেরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে স্বব্যাপারে মনেরও তদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব আছে, লোক লাভোপযোগী অনুষ্ঠানের মনই কারণ, এবং যেহেতু মনই সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের আদি ও শ্রেষ্ঠ অতএব স্তুত্যর্থে মনকে আত্মা, মনকে লোক ও মনকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো মনোব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২। ৩।

'সঃ যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে যাবৎ মনসঃ গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ মনসঃ ভূয়ঃ ইতি' 'মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২।৩

যিনি মন ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যতটুকু মনের গোচর, ততটুকু তাঁহার গোচর হয়। ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় মন হইতে কি অধিকতর

কিছু আছে? সনৎকুমার বলিলেন, মন হইতে অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ৩।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ

উপদেশ।

সত্য।

আমরা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের উপাসক সুতরাং সত্যের প্রকৃতি আমাদের প্রকৃষ্ট রূপেই অবধারণ করা কর্ত্তব্য। সৎ শব্দের অর্থ থাকা। যাহা চির দিন থাকে, তাহাই সত্য। যে বাক্যের পরিবর্ত্তন নাই, উল্‌টা পাল্‌টা নাই, তাহাই সত্য বাক্য। এই সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। কোকিলের ধ্বনি, চাতকের সুমিষ্ট স্বর, সত্যের সমান শ্রুতিসুখকর নহে। সত্যবাদীর মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব্ব শ্রীই বিরাজ করে; কি তেজই তথা হইতে বিকীর্ণ হয়। এই ক্ষণে সত্যের সঙ্গে ঋতের কথা বলিব। কথার সঙ্গে ভাবের মিল থাকিলেই তাহা ঋত হইল। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামা কি হত? তাহাতে তিনি বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত" হইয়াছে, আর আস্তে আস্তে বলিলেন, "ইতি গজ" ইহা সত্যের ছায়া মাত্র, প্রকৃত সত্য নহে।

যদি কোন বিষয়ের ভাণ করাকে কপট লোক ভাল বলিয়া বুঝে, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, যে, সে বিষয়টা বস্তুত জিনিষ ভাল। কেন মনুষ্য ছদ্মবেশ ধারণ করে? অর্থাৎ যাহা সে নয়, তাহাই লোকের নিকট আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। কারণ, যে গুণ তাহার নাই অথচ আছে বলিয়া দেখাইতে চায়, সে গুণ যে উৎকৃষ্ট তাহা সে অবশ্যই জানে। এই জন্য মনুষ্যের উচিত, যাহা সে লোকের নিকট আপনাকে দেখাইতে চায়, সত্য সত্যই যেন সে আপনি তাহাই হয়। হাজার চেষ্টা করিলেও, মিথ্যা একদিন না একদিন, এক কোন্ হইতে দেখা দিবে। তখন মিথ্যাবাদীর সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। মুখমণ্ডলের কৃত্রিম বর্ণের সহিত তাহার স্বভাবজাত বর্ণ ও সৌন্দর্য্যের অনেক ভিন্নতা আছে। যাহার প্রকৃত চক্ষু আছে সে তাহার প্রভেদ সহজে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ সংসারকার্য্যে সরলতা, কপটতা হইতে বহুঅংশে সুবিধাজনক। লোকের সঙ্গে কারকারবার করিবার ইহাই সহজ উপায়। ইহাতে কোন ক্লেশ, কোন কষ্ট ও বিপদের আশঙ্কা নাই। কপটতার কৌশল ক্রমশই ক্ষীণ হইতে থাকে। আর সরলতার বল পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সরল ব্যবহার হইতে লোকে সুযশ লাভ করে। সুযশই লোকের মনে সরল ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা দেয়।

সত্য আপনার বলে আপনি বলীয়ান্ ইহা কাহারও সাহায্য চাহে না। ইহা যেন আমাদের হস্তের উপরেই থাকে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগেই নৃত্য করে। এবং আমাদের অজ্ঞাতসারেই বহির্গত হয়। মিথ্যা মনুষ্যকে দীপ্তশিরা করিয়া তুলে। একটা মিথ্যা কথাকে রক্ষা করিতে হইলে, আর দশটার সাহায্য আবশ্যক হয়। মিথ্যা বালুকাময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকার ন্যায়; ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে, অন্যান্য অনেক অবলম্বনের প্রয়োজন। সত্যরূপ অট্টালিকা দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। একবার প্রস্তুত করিতে পারিলে, মনুষ্য নিশ্চিন্ত

হয়। বার বার বহু ব্যয় করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হয় না। মিথ্যার সুবিধা অল্প-ক্ষণস্থায়ী। সত্যের ফল বহুকালস্থায়ী। মিথ্যাবাদী কদাচ সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না, মিথ্যা কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদীর হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ নাই; সত্যবাদীর মনে আত্মপ্রসাদ আছে; মিথ্যাবাদীর ইহকাল পরকালে যন্ত্রণা, সত্য-বাদীর ইহকাল পরকালে পরম সুখ। অতএব মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

সত্যবাদীর যশঃকীর্ত্তি অক্ষয়। যখন কার্থেজের সহিত রোমের যুদ্ধ হয়, তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ রেগুলস কার্থেজে বন্দী ছিলেন। কার্থেজীয়েরা পরিশেষে রোমের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য রোমে দূতদল প্রেরণ করেন। এবং সন্ধির প্রস্তাব যাহাতে গ্রাহ্য হয়, এই উদ্দেশে রেগুলসও তাহাদের সহিত প্রেরিত হন। যাইবার সময় রেগুলস্‌কে সত্য করিতে হইল যে সন্ধি করিতে কৃতকার্য্য না হইলে, তাঁহাকে কার্থেজে ফিরিয়া আসিতে হইবে। রেগুলস রোমে আসিয়া বিপরীত করিয়া বসিলেন। সেনেট সভাকে পরামর্শ দিলেন, "কখনই সন্ধি করিও না।" তিনি কার্থেজে ফিরিলেন, কার্থেজীয়েরা তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিল। তাঁহার চক্ষের পাতা কাটিয়া, তাঁহাকে প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিল; এবং অবশেষে বহু যন্ত্রণা দিয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। রেগুলস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে কার্থেজে ফিরিলে তাঁহার প্রাণ যাইবে, তথাপি প্রাণ দিয়াও সত্য রক্ষা করিলেন।

গেলিলিও কোপারনিকসের মতের অনুসরণ করিয়া প্রচার করিলেন, পৃথিবী সচলা। কিন্তু ইহা বাইবেলের মতবিরুদ্ধ। ইহার জন্য তাঁহাকে প্রথমে কারাবাস যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। পরে রোমনগরস্থ ধর্ম্মসভার সম্মুখে আনীত হইলে, যাজকেরা বলিলেন, এখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত পরিবর্ত্তন কর, নতুবা ঘোরতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তিনি প্রথমে জানু পাতিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের মতে মত দিলেন, পরে উত্থান করিয়া নির্ভয়ে বলিলেন, "সত্য রক্ষা করিব, পৃথিবী এখনও ঘুরিতেছে" তজ্জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ড সহ্য করিতে হইল তথাপি তিনি সত্য রক্ষা করিলেন। জগৎবিখ্যাত সক্রেটিস সত্য প্রচারের জন্য—"একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রচারের জন্য কি নিগ্রহই না সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে বিষলতার রস পানে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। তথাপি তিনি প্রাণ থাকিতে সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক সত্য রক্ষার জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসের দুঃসহ যাতনা সহ্য করেন। সত্যের প্রভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত থাকিত। তাহারই প্রভাবে বনবাসী হইয়াও তিনি মহাতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তাহারই প্রভাবে বন্য বর্ব্বর বানরতুল্য জাতিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে তিনি সাগর বন্ধন করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আবার দেখ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রভাবে জগতে কত অদ্ভুতপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং আধ্যাত্মিক সত্যের প্রভাবে পূর্ব্বকালের ঋষিরা ইহলোক পর-লোক এক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখনকার কালের অত্যুন্নত মার্কিনেরা আধ্যাত্মিক সত্য লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কত অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছেন। সত্যের

সত্য পরম সত্য 'পরমেশ্বর। এক সত্যের বলে মনুষ্য তাঁহাকেও জানিতে পারে। অতএব সত্যের সমান বস্তু জগতে আর কি আছে?

হে সত্যস্বরূপ! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার সত্য পালনে আমাদিগকে নিযুক্ত কর। তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

আত্মজ্ঞান।

এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবদত্তের সহিত আপনার পরিচয় আছে?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"দেবদত্ত আমারই নাম।" অর্থাৎ কিনা দেবদত্তের সহিত তাঁহার খুবই পরিচয় আছে, যেহেতু তিনিই দেবদত্ত এবং দেবদত্তই তিনি। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইল এই যে, প্রতিজনেরই আত্মা আপনার নিকটে সুপরিচিত; কেন না, চলিত ভাষায় যাহার নাম আপনি, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহারই নাম আত্মা। দুইদিন পরে সেই দেবদত্তের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি যে, তিনি চৌকি হেলান্ দিয়া বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। তাহার পরে পুস্তকখানির নামাক্ষরের প্রতি আমার অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিপতিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন কি—এখানি মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের জীবন-কাহিনী। ডেল্‌ফি-উপদ্বীপের গুহার অভ্যন্তর হইতে তাঁহার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, আপনাকে জানো। এটা কি কম আশ্চর্য্য যে, অনেকে অনেক বিষয় জানে, কিন্তু আপনাকে কেহই জানে না!" কিন্তু দুইদিন পূর্ব্বে ইনি যখন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, "দেবদত্ত আমারই নাম," তখন তাহাতে এইরূপ বুঝাইয়াছিল যে, সকলেই আপনার নিকটে আপনি সুপরিচিত। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের দুইবারের কথা দুইরূপ। তাঁহার প্রথমবারের কথার ভাব এই যে, আত্মা সকলেরই নিকটে সুপরিচিত। তাঁহার দ্বিতীয়বারের কথার ভাব এই যে, আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত। আমার মন বলিতেছে যে, "দুই কথাই সত্য।" কিন্তু মনের সে কথায় বুদ্ধি সায় দিতেছে না। বুদ্ধি বলিতেছে যে, "একটি সত্য হইলে অপরটি অসত্য হইয়া যায়।" আমি মধ্যস্থ হইয়া দোঁহার বিবাদ মিটাইয়া দিলাম। বামে ফিরিয়া মনকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য', এটা ঠিক্; কিন্তু তোমার কথা আরো ঠিক্ হইত, যদি বলিতে যে, 'দুই হিসাবে দুই কথা সত্য'।" ডাহিনে ফিরিয়া বুদ্ধিকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য হইতে পারে না', এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু তোমার কথা আরো সত্য হইত, যদি বলিতে যে, 'একই হিসাবে দুই কথা সত্য হইতে পারে না।' তোমাদের দুই জনের কথার মধ্য হইতে দুই ভাবের দুই সত্য টানিয়া বাহির করিয়া, সেই দুই সত্য জোড়া দিয়া মোট সত্য আমি একটি পাইতেছি এই যে, আত্মা এক হিসাবে সকলেরই নিকটে সুপরিচিত, আর এক হিসাবে অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।" মনোবুদ্ধির বিবাদ ভালোয়-ভালোয় একপ্রকার মিটিয়া গেল—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি হিসাবেই বা আত্মা সকলেরই নিকটে সুপ-

রিচিত—কি হিসাবেই বা আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি জানিতেছি যে, আমি আছি, কিন্তু আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ"—এ'র নাম যদি হয় আত্মজ্ঞান, তবে সে-রকমের আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি বেশ্ জানিতেছি যে, আমিই দেখিতেছি, আমিই শুনিতেছি, আমিই ভাবিতেছি," ইত্যাদি। দৃশ্য দেখিবার সময় আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ পাই—গান শুনিবার সময় আমি আপনার নিকটে শ্রোতারূপে প্রকাশ পাই—মনোমধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আমি আপনার নিকটে মন্তারূপে প্রকাশ পাই—কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ করিবার সময় আমি আপনার নিকটে বোদ্ধারূপে প্রকাশ পাই—প্রকাশ পাই এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সত্যসত্যই আমি যে কিরূপ—আমার গাত্র হইতে নাট্যশালার সমস্ত সাজগোজ খুলিয়া ফেলিলে তখন আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ। এই পর্য্যন্তই কেবল আমি বলিতে পারি যে, "আমি এই-এই-সময়ে এই-এই-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাই"; তা বই, কোন সময়েই আমি এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, "এখন আমি আপনার নিকটে যেরূপে প্রকাশ পাইতেছি—বাস্তবিকই আমি সেইরূপ;"—এ'র নাম যদি আত্মজ্ঞান হয়—তবে এ-রকমের আত্মজ্ঞানও অনেকেরই আছে।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনো দানপ্রার্থীর হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিন্যস্ত হইলে সে বস্তুটি যেমন তাহার বুদ্ধিতে (শুধু যে কেবল প্রকাশ পায়, তাহা নহে, পরন্তু) বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ পায়—আত্মা সকলের বুদ্ধিতে সেই-রকম বাস্তবিক-সত্য-রূপে—জাজ্বল্যমান-ধ্রুব-সত্য-রূপে—প্রকাশ পা'ন কি না, সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।

একটি কথা এই যে, আমি যদি বর্ত্তমান থাকি-ও তথাপি আপনার নিকটে প্রকাশ না পাইলে আত্মজ্ঞান হয় না; আর একটি কথা এই যে আমি যা-তা-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাইলেও আত্মজ্ঞান হয় না। তৃতীয় কথা এই যে, আমি বাস্তবিক যাহা এবং আপনার নিকটে প্রকাশ পাইতেছি যেরূপ, এই দুয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান বা প্রভেদ না থাকে, আমি বাস্তবিক যাহা সেইরূপেই যদি আমি আপনার নিকটে প্রকাশ পাই—তবেই তাহাকে বলা যাইতে পারে আত্মজ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত দুইরূপ আত্মজ্ঞান অনেকেরই আছে—শেষোক্ত প্রকার আত্মজ্ঞান মনুষ্যমধ্যে সুদুর্লভ।

যিনি বলেন যে, "সুষুপ্তিকালেও 'আমি আছি, কিন্তু প্রকাশ পাইতেছি না' এই ভাবে আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাই আর প্রকাশ যখন পাই তখন সেই সুষুপ্তকালের প্রকাশকেই বা আত্মজ্ঞান না বলি কেন," তিনি মুখে তাহা বলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণই জানেন যে, সেরূপে প্রকাশ পাওয়া প্রকাশ না পাওয়ারই নামান্তর; এইজন্য তাঁহার সহিত বৃথা তর্কে কালাতিপাত না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। যিনি বলেন যে, "স্বপ্নকালে আমি যখন রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করি তখন যেমন আমি আপনার নিকটে রাজারূপে প্রকাশ পাই—তেমনি তুমি যাঁহাকে বলিতেছ আত্মজ্ঞানী, তিনি আপনার নিকটে আপনি বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ

পাইতে পারেন—এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছিনা, কিন্তু তিনি আপনার নিকটে আপনি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন—সত্য সত্যই যে তিনি সেইরূপ, তাহার প্রমাণ কি?" তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজা এবং জাগ্রৎ-কালের বাস্তবিক রাজা, এ দুয়ের মধ্যে যে, প্রভেদ আছে, ইহা তিনি বিলক্ষণই জানেন, কিন্তু সে প্রভেদ যে কিরূপ প্রভেদ এবং কতটা প্রভেদ, তাহা বোধ করি তিনি ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। এইটি তাঁহার দেখা উচিত যে, আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেন্‌কে যখন দশচক্রে ফেলিয়া রাজা বানানো হইয়াছিল, তখন আবু হোসেনের মনোমধ্যে ক্রমাগতই এইরূপ একটা প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছিল যে, "কালিকে'র সেই দীন-হীন ক্ষুদ্র আমি হঠাৎ আজিকে প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজা হইলাম কিরূপে? সত্যই কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি!" পক্ষান্তরে, স্বপ্নের রাজার মনোমধ্যে ভুলক্রমেও একটিবার এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় না যে—"কাল্ যে চাসা ছিলাম! আজ রাজা হইলাম কিরূপে? সত্যই কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি!" ফলে—"বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এ কথাটিই স্বপ্নাবস্থার কথা নহে। জাগরিত অবস্থাতেই আমাদের নিকটে বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বাস্তবিক সত্তা'র প্রতিযোগেই প্রকাশ পায়। প্রকৃত কথা এই যে, "বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এই যে একটি কথা অভিধানে আছে—এ কথা জাগরিত অবস্থার খাস্ নিজাধিকারের কথা—উহা স্বপ্নের অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেও না—প্রবেশ করিতে পারেও না। অতএব প্রকৃত আত্মজ্ঞানী আত্মাকে যে-ভাবের বাস্তবিক-সত্য-রূপে—ধ্রুব-সত্য-রূপে—উপলব্ধি করেন, তাহার সহিত স্বপ্নের রাজ্যভোগের উপমা দেওয়া কেবল একটা কথার-কথা বই আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সময়, আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, সেইটি সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। আত্মার ভিতরে কতপ্রকার অব্যক্ত শক্তি যে অতলস্পর্শ গভীরে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই অব্যক্ত শক্তির কতক-কতক অংশ যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, মনঃ-ক্রিয়া, প্রাণ-ক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়াতে ব্যক্ত হয়, তখনই সেই সেই ক্রিয়া-দ্বারা বিশেষিত হইয়া আত্মা আপনার নিকটে বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশ পা'ন—দ্রষ্টারূপে, শ্রোতারূপে, মন্তারূপে, বোদ্ধারূপে প্রকাশ পান। প্রথমত, আত্মার যখন যে-শক্তি বর্ত্তমানে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাই তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, অতীত কালে যে-শক্তি স্বকার্য্য সাধন করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করিতেছে—সে শক্তিরও স্ফূর্ত্তি স্মরণে জাগ্রত হইয়া বর্ত্তমানে অনুভূত শক্তি-স্ফূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায়। উল্কাপিণ্ড আকাশ হইতে দ্রুতবেগে নিপতিত হইবার সময় তাহার নিজের পিণ্ডাকার পরিত্যাগ করিয়া আগ্নেয় রেখাকারে প্রকাশ পায় কেন? তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, দৃষ্ট আগ্নেয় পিণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্মৃত আগ্নেয় পিণ্ড-পরম্পরা সারিবন্দী-ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত মিলিয়া, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন একটা প্রলম্বিত আগ্নেয় রেখা। দর্শন-শক্তির স্ফূর্ত্তি যেমন স্মরণ-শক্তিকে জাগাইয়া

তোলে—দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের সমবেত স্ফূর্ত্তি তেমনি ধী-শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। আমি যখন সম্মুখে একটা বটবৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমার স্মরণ হইতেছে যে, পূর্ব্বে অনেক স্থানে আমি ঐরূপ বৃক্ষ দেখিয়াছি; আর, ঐরূপ বৃক্ষ যেখানে যতগুলা চক্ষে দেখিয়াছি, সবগুলাকেই লোকে "বটবৃক্ষ" বলে, তাহাও কর্ণে শুনিয়াছি; এইরূপে দর্শন-স্ফূর্ত্তি হইতে স্মরণ-স্ফূর্ত্তি উদ্দীপিত হইল; এবং পরিশেষে উভয়-স্ফূর্ত্তির সমবেত উদ্দীপনায় আমার বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হইল এইরূপ যে, দৃশ্যমান বৃক্ষটি বটবৃক্ষ। আমার এইরূপ দর্শন-শক্তি, অনুভব-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, এবং ধী-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টা, অনুভব-কর্ত্তা, স্মরণ-কর্ত্তা, বোদ্ধা রূপে প্রকাশ পাই। "বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি এখানে বলা হইতেছে কাহাকে—সেটা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে আমি যে ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটি দেখিতেছি—সেই বিশেষ দর্শন-ক্রিয়া এবং তাহার সঙ্গে "আমি পূর্ব্বে অমূক অমূক স্থানে ঐরূপ বটবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম" এই বিশেষ স্মরণ-ক্রিয়া, এবং "এটা বটবৃক্ষ" এই বিশেষ বুদ্ধি-ক্রিয়া, এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া যাহা বর্ত্তমান কালে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—তাহাদেরই স্ফূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে বলা হইতেছে—দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি। এখন যেন আমার দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটির দর্শনাদি ক্রিয়াতেই আবদ্ধ; কিন্তু গতকল্য আমার দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি পদ্মাপারের সিংহ দর্শনে ব্যাপৃত ছিল। আজিকের এখনকার এই বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি আজ আমার নিকটে ব্যক্ত হইয়াছে—কাল আমার নিকটে অব্যক্ত ছিল; কালিকের বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি কাল আমার নিকটে ব্যক্ত ছিল, আজ আমার নিকটে অব্যক্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যহ প্রতি-ক্ষণে আত্মার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে অপরাপর ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি অব্যক্ত থাকিতেছে। যে-ক্রিয়া যখনই স্ফূর্ত্তিমতী হয়, সেই ক্রিয়া তখনই ব্যক্ত হয়; আর, যখন ব্যক্ত হয়, তখনই সেই-ক্রিয়া-সমন্বিত-রূপে আপনাকে উপলব্ধি করি। এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, যাহা এখন অব্যক্ত আছে, পূর্ব্বে তাহা এক সময়ে ব্যক্ত হইয়াছিল, অথবা ভবিষ্যতে তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। এইরূপ করিয়া ক্রমাগতই মুহুর্মুহু ব্যক্তাব্যক্তের উদয়াস্ত হইতে থাকিলেও ব্যক্তাব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না; কেন না, যাহা এক কালে ব্যক্ত হইতেছে, তাহাই আর এক কালে অব্যক্ত থাকিতেছে; এবং যাহা এককালে অব্যক্ত থাকিতেছে তাহাই আর এককালে ব্যক্ত হইতেছে। এইজন্য আত্মা যখন ব্যক্ত-ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে বর্ত্তমানে প্রকাশ পা'ন, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে, আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয় প্রকার-ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত—কেননা, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আত্মা বাস্তবিক যাহা—সেইরূপে প্রকাশ পাওয়ার নামই আত্মজ্ঞান। আত্মা বাস্তবিক যাহা, সেই জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়-প্রকার-স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত; আর, আত্মা বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ যে-যে-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পা'ন—সেই সেই জায়গায় আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত। যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত। সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞেয়-স্থান। যে জায়গাটিতে আত্মা অব্যক্ত-শক্তির আশ্রয়-

ভূমি, অথবা যাহা একই কথা—যে জায়গাটিতে আত্মা ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি-সমূহের লয়স্থান বা সমাধিস্থান, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞাতৃস্থান। আবার, যে জায়গাটি ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধিস্থান, অর্থাৎ যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার শক্তিস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে প্রকাশ পা'ন, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞান-স্থান—আর সেই জায়গাটিতে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, তাহা এখন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। "যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়" "যিনি ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-শক্তি-সমন্বিত, তিনিই ব্যক্ত-শক্তি-সমন্বিত" এই যে একটি কথা—এ কথাটি বুঝিলে সহজ, না বুঝিলে কঠিন; এইখানেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য। পাঠকের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই, বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য—সময় এবং কাগজ বাঁচাইবার জন্য—আমি স্থানে স্থানে রূপকচ্ছলে ভাবপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; ইহা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ মনে না করেন যে, তাহা রূপক ছাড়া আর কিছুই নহে। উপরে আমি বলিলাম, "এ জায়গায় আত্মা অমুক—ও জায়গায় আত্মা অমুক" ইত্যাদি। এখানে জায়গা-শব্দের অর্থ যে কি, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। যদি এরূপ কেহ থাকেন—যিনি উপরি-উক্ত স্থলে জায়গা-শব্দে প্রকৃতপক্ষেই জায়গা বা স্থান বুঝিয়া বসিয়া আছেন—তবে তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের গন্তব্য-পথে আরকিছু দূর অগ্রসর হইলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে;—আপাতত যাহা তিনি বোঝেন, তাহাই বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকুন।

—

জীবনের খেলা।

(এপিকৃটেটসের উপদেশ)

১। যাহা উচিত, ও যাহা কার্য্যোপযোগী—এই উভয়ের শক্তিসম্মিলন ও ঐক্যবন্ধনই প্রকৃতির প্রধান কাজ।

২। বাহ্য বস্তু আমাদের উপেক্ষার বিষয়, বাহ্য বস্তুর ব্যবহার ও প্রয়োগ উপেক্ষার বিষয় নহে। কি করিয়া তবে, মনের অবিচলতা ও শান্তি এবং বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধে যত্নশীলতা—এই দুই-ই একসঙ্গে রক্ষা করা যাইতে পারে?—কি করিয়া অনবধানতা ও অপরিপাট্য বর্জ্জন করা যাইতে পারে? অক্ষক্রীড়কদিগের দৃষ্টান্ত এইস্থলে গ্রহণ করা যাউক। পাশার "দান"গুলিও অপ্রধান, পাশার গুটিকাগুলিও অপ্রধান। আমার পাশায় কি দান পড়িবে তাহা আমি কি করিয়া বলিব? কিন্তু যে দান পড়িবে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ করা—ইহাই আসল খেলা। বিচার পূর্ব্বক বাহ্য বিষয়-সকল নির্ব্বাচন ও বিভাগ করিয়া এইরূপ বলা "বাহ্য বস্তু সকল আমার আয়ত্তাধীন নহে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করাই আমার আয়ত্তাধীন"—ইহাই জীবনের প্রধান কাজ। আমি ভালোকে কোথায় অন্বেষণ করিব, আর মন্দকেইবা কোথায় অন্বেষণ করিব?—আমার অন্তরে;—আমার যাহা নিজস্ব তাহাতেই। কিন্তু যাহা কিছু তোমার নিজস্ব নহে, তাহাকে ভালও বলিবে না, মন্দও বলিবে না, ইষ্টজনকও বলিবে না, অনিষ্টজনকও বলিবে না—তৎসম্বন্ধে ওরূপ কোন শব্দই প্রয়োগ করিবে না।

৩। তবে কি এই সকল বিষয়ে অযত্নশীল ও অসাবধান হইব?—কোন প্রকারেই নহে। উহাও একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি-গত পাপ, সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধ। সাবধান ও যত্নশীল হইবে, কেন না, বাহ্য বস্তুর প্রয়োগ, উপেক্ষার বিষয় নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে অবিচলিত ও শান্ত থাকিবে, কেন না, বাহ্য বস্তু স্বয়ং উপেক্ষার বিষয়। আমার সহিত যাহার প্রকৃত সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমাকে কেহ বাধা দিতে কিম্বা বাধ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু যে সকল বস্তুর দ্বারা আমি বাধিত ও বাধ্য হইয়া থাকি, যাহার সম্প্রাপ্তি আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; তাহা ভালোও নহে, মন্দও নহে। কিন্তু সেই সকল বস্তুর প্রয়োগেই ভাল-মন্দ নির্ভর করে, এবং তাহাই আমার আয়ত্তাধীন। বিষয়ানুরাগীর যত্নশীলতা ও বিষয়-বিরাগীর অবিচলতা—এই দুয়ের সম্মিশ্রণ ও সমন্বয়

সাধন করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধ্য কিম্বা অসম্ভব নহে; যদি ইহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সুখী হওয়াও অসম্ভব।

৪। আমাকে এমন একটি লোক দেখাও, কোন-একটা কাজ কিরূপ ভাবে করিতে হইবে তৎপ্রতিই যাহার দৃষ্টি; যে ব্যক্তি কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত নহে, পরন্তু স্বীয় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবার জন্যই উৎসুক।

৫। তাই ক্রিসিপস্ এই কথাগুলি বেশ বলিয়াছিলেন—"যতদিন ভবিষ্যৎ আমার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে, ততদিন প্রকৃতির অনুযায়ী-বস্তুগুলি প্রাপ্তির পক্ষে যে অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, তাহাই আমি অবলম্বন করিয়া থাকি; কারণ, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু আমি যদি জানি, ঈশ্বর আমাকে পীড়িত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি আপনা-হইতে সেই দিকেই অগ্রসর হইব। এমন কি, আমার পদদ্বয়ের যদি বুদ্ধিবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সেও আপনা-হইতে অগ্রসর হইয়া কর্দ্দমে লিপ্ত হইত।"

৬। ধানের শিষ্‌গুলি যে বাহির হয় তাহা কিসের জন্য?—শুষ্ক হইবার জন্যই কি নহে? আর কৃষকেরা উহাকে কাটিবে, এইজন্যই কি উহা শুষ্ক হয় না? কেন না, নিজের জন্য জীবন ধারণ করিতে উহারা পৃথিবীতে আসে নাই। অতএব উহাদের যদি জ্ঞান থাকিত, কৃষকেরা যাহাতে উহাদিগকে না কাটে—এইরূপ প্রার্থনা করা কি উহাদের পক্ষে উচিত হইত? কেন না, ধান কাটা না হওয়া ধানের পক্ষে বিষম অভিশাপ; সেই প্রকার জানিবে, অকর্ত্তিত পাকা ধানের ন্যায়, মানুষের না মরাও মানুষের পক্ষে অভিশাপ। কেন না, আমরাও একপ্রকার কর্ত্তনীয় বস্তু। তবে, আমরা জানি যে আমরা কর্ত্তিত হইব, তাই আমরা এ-সম্বন্ধে এত আক্রোশ প্রকাশ করিয়া থাকি। অশ্বের ভাল-মন্দ কিসে হয়, অশ্বপালক যেরূপ বুঝে, আমরা সেইরূপ আপনাকে বুঝি না—সমস্ত মানবজাতির ভাল-মন্দ কিসে হয় আমরা তাহা বুঝি না। কিন্তু ক্রিসান্‌টস্ যখন শত্রুকে শস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত সেই সময়ে সেনাপতি তুরী-ধ্বনি করিয়া তাহাকে ফিরিতে আদেশ করিলেন—সেই তুরী-ধ্বনি শুনিয়া ক্রিসান্‌টস্ শত্রুকে আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইল;—আপনার ইচ্ছানুরূপ কাজ করা অপেক্ষা সেনাপতির আদেশ পালন করা এতই তাহার ভাল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই অবশ্যম্ভাবিতার আজ্ঞাও সুবাধ্য হইয়া পালন করিতে চাহে না। আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া থাকি, আর সেই সকল কষ্টকে আমাদের নিয়তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। নিয়তি কিসের বাপু? যদি ভবিতব্যতাকে নিয়তি বল, তাহা হইলে সকল বিষয়েই তো আমরা নিয়তির অধীন। কিন্তু শুধু যদি মৃত্যু-কেই নিয়তি বলিতে হয়, তাহা হইলে, যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু—ইহাতে আবার দুঃখ কিসের? আমরা অসির আঘাতে মরি, চক্রের পেষণে মরি, জলমগ্ন হইয়া মরি, গৃহ-ছাদ-স্খলিত "টালির" আঘাতে মরি, অত্যাচারী রাজার হস্তে মরি। যমালয়ে যে পথ দিয়াই যাই না-কেন, তাহাতে আইসে যায় কি?—সব পথই সমান। কিন্তু সত্য কথা যদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি, অত্যাচারী রাজা তোমাকে যে পথ-দিয়া যমালয়ে প্রেরণ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সিধা পথ। কোন অত্যাচারী রাজা এপর্য্যন্ত কাহাকেও "ছয়মাস ফাঁসি" দেন নাই; কিন্তু জ্বররোগ মানুষকে একমাস ধরিয়া বধ করিয়া থাকে। ফলতঃ এ সমস্ত ব্যাপার, তুমুল শব্দমাত্র—ফাঁকা নামের ঝনৎকার মাত্র।

৭। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, এসো আমরা এক্ষণে সেইরূপ করি। সেই সময়ে, আমার পক্ষে কি করা সম্ভব?—এইটুকুই আমার পক্ষে সম্ভব—অর্থাৎ জাহাজের সারেঙ্, জাহাজের খালাসি, যাত্রার সুযোগ ইত্যাদি নির্ব্বাচন করা। তারপর, মনে কর, একটা ঝড় উঠিল, আমার তাহাতে কি আইসে-যায়? আমার

যাহা করিবার ছিল, আমি তো তাহার কিছুই বাকী রাখি নাই। এখন সমস্যা-চিন্তার ভার আর এক জনের—অর্থাৎ সারেঙের। কিন্তু, জাহাজটা যে ডুবিতেছে! আমি তার কি করিব?—এসময়ে আমার আর কি করিবার আছে? আমার যাহা সাধ্য আমি তাহাই করিতে পারি—ঈশ্বরকে তিরস্কার না করিয়া, চ্যাচামেচি না করিয়া, নির্ভয়চিত্তে জলমগ্ন হইতে পারি। আমি এই মাত্র জানি, যাহার জন্ম তাহার মরণও নিশ্চিত। আমি অমর নহি, আমি জগতের একটি অংশ মাত্র, দিনের অংশ যেরূপ মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের ন্যায় আসিয়াছি, মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইব। অতএব, কি প্রকারে চলিয়া যাইব,—জলে ডুবিয়া কিংবা জ্বরে ভুগিয়া তাহাতে কি আইসে যায়; কেননা, আমাকে চলিয়া যাইতেই হইবে, তা যে রকম করিয়াই হউক। তুমি দেখিবে, নিপুণ-ক্রীড়কেরা এইরূপই করিয়া থাকে। গোলা তাহাদের নিকট প্রধান জিনিষ নহে; কিরূপে গোলা ছুঁড়িতে হইবে, ধরিতে হইবে, তাহার উপরেই খেলার ভালমন্দ নির্ভর করে। এই গোলা-খেলায় নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, চটুলতা আছে, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। ক্রোড় পাতিয়া রাখিলেও আমি হয়তো গোলাটাকে ধরিতে পারিব না, কিন্তু আর একজন, আমার নিক্ষিপ্ত গোলা অক্লেশেই ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমি যদি গোলাটাকে ছুঁড়িবার সময়, ধরিবার সময়, আকুল-ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমার খেলাটা কিরূপ হইবে? কি করিয়া আমি স্থির থাকিব?—খেলার ক্রম-টি কি কি করিয়া রক্ষা করিব?

৮। কি করিয়া গোলা খেলিতে হয়, সক্রেটিস্ তাহা ভাল জানিতেন। সে কিরূপ?—না যখন তিনি বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন; "দেখ থ্যানিটস্, তুমি এমন কথা কি করিয়া বলিলে যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না; "ডিমন"-দিগকে তুমি কিরূপ ঠাওরাও? তাঁহারা কি ঈশ্বরের পুত্র কিম্বা দেবতা ও মনুষ্যের মাঝামাঝি একপ্রকার মিশ্র-প্রকৃতির জীব নহেন?" এই কথা স্বীকৃত হইলে, তিনি আবার বলিলেন "অশ্বতর আছে অথচ গর্দ্দভ নাই, এরূপ অভিমত, তোমার বিবেচনায়, কাহারও হইতে পারে কি?" এইরূপেই সক্রেটিস্ গোলা খেলিয়াছিলেন। কি প্রকারের গোলা তিনি তাহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?—জীবন, শৃঙ্খল, নির্ব্বাসন, বিষ, স্ত্রী-বিচ্ছেদ, পরিত্যক্ত অনাথ শিশু-সন্তান। এই সকল গোলা লইয়া তাহারা খেলিয়াছিল; কিন্তু তিনিও বড় কম খেলা খেলেন নাই;—অতি শোভন ভাবে, ওজন বুঝিয়া খেলিয়াছিলেন। আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। নিপুণ ক্রীড়কেরা গোলা ছুঁড়িবার ও ধরিবার সময় যেরূপ সাবধান ও যত্নশীল হয় আমাদেরও সেইরূপ সাবধান ও যত্নশীল হইতে হইবে, অথচ স্বয়ং গোলা-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে হইবে।

রাজনীতি সংগ্রহ।

রাজা অনুরক্ত থাকিলেই তাঁহা হইতে বৃত্তি ইচ্ছা করিবে, বিরক্তের নিকট চেষ্টা নিষ্ফল। তিনি অতিশয় নির্গুণ হইলেও আপদকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ফলত আপদেই অনুবৃত্তি পরম আত্মীয়ের লক্ষণ। তাঁহার সম্পদের সময় অনুজীবির সত্ত্বাদিগুণ কাহারই চক্ষে পড়ে না কিন্তু বিপদেই পড়ে। মহতের উপকার শ্লাঘ্য ও আনন্দনীয়, ইহা স্বল্প হইলেও কালে কল্যাণপ্রসূ হইয়া থাকে। কুকার্য্যে প্রতিষেধ ও সৎকার্য্যে অনুবর্ত্তন সংক্ষেপে বন্ধু মিত্র ও অনুজীবির সচ্চরিত্রতার নিদর্শন জানিবে। পান স্ত্রী ও দ্যূত-গোষ্ঠীতে প্রমাদী দেখিলে পার্শ্বচরেরা তাঁহাকে ঘটীযন্ত্র প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে প্রতিবোধিত করিবে। আর যাহারা ঐ সময় ব্যসনে তাঁহাকে উপেক্ষা করে সেই সকল অকৃতাত্মা তাঁহার সহিত মহান্ অনর্থ ভোগ করিয়া থাকে। ভৃত্যেরা অতি আদরের সহিত তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবে। তাঁহার চিত্তানুবৃত্তিতাই তাহাদিগের একমাত্র সদ্বৃত্ত। ইহার প্রভাবে

অন্যের কথা কি দানব-প্রকৃতিও গৃহীত হইয়া থাকে। যিনি বুদ্ধিবল ও উদ্যমসম্পন্ন হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করেন কোন্ বস্তু তাঁহার দুর্লভ হয়। লোকে প্রিয়বাদীদিগের কে অনাত্মীয় থাকে। যাহারা শূর বিদ্বান ও সেবাচতুর বিকাশিনী রাজসম্পত্তি তাহাদেরই ভোগ্য হয়। পৃথিবীতে রাজাই পর্জ্জন্যবৎ সকলের উপজীব্য, এই গুণের ব্যতিক্রম দেখিলে পক্ষীরা যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে তদ্রূপ তাঁহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কুল চরিত্র ও শৌর্য্য বীর্য্য কিছুই গণনার মধ্যে আইসে না, দাতা চরিত্রহীন ও অকুলীন হইলেও লোকে সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। অর্থই অনুবৃত্তির হেতু, অর্থের অসদ্ভাবে অনুবৃত্তিও নাই। ফলত যেখানে অর্থ ও বল লোক তাহারই অনুগামী হয়। কার্য্যার্থী ব্যক্তি উত্থানবান লোকেরই পূজা করে, আর যে পতিত সে সকলেরই উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। গোবৎস জননী দুগ্ধহীন হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে ইহা সুপ্রসিদ্ধ কথা। রাজা কালাতিক্রম না করিয়া অনুজীবিগণের কর্ম্মের অনুরূপ বৃত্তি নিরূপণ করিবেন। কাল স্থান ও পাত্রে বৃত্তি বিলোপ তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাংশে অনুচিত। ইহা দ্বারা তিনি নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। অপাত্রে বর্ষণ সজ্জনের একটী বিদ্বিষ্ট কার্য্য, রাজা কদাচ ইহার প্রশ্রয় দিবেন না, ধনক্ষয় ব্যতীত ইহা দ্বারা তাঁহার আর কি ফল দর্শিয়া থাকে। তিনি কুল বিদ্যা শৌর্য্য চরিত্র ভূতপূর্ব্বতা (Seniority) বয়স ও অবস্থা এইগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আদর করিবেন। সৎকুলজাত সুশীল ব্যক্তিকে কখনও উপেক্ষা-দৃষ্টিতে দেখিবেন না। ইহাঁরা অবমন্তাকে পরিত্যাগ করেন এবং কখনও বা নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বিনাশও করিয়া থাকেন। উদারগুণ-যোগ দেখিলে তিনি মধ্যম ও অধমকেও উন্নীত করিবেন। বলিতে কি, এইরূপ লোক মহত্ত্ব লাভ করিয়া রাজার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সম্যক যত্নবান হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার উচ্চ আভিজাত্য আছে নীচের সহিত তাঁহাকে বৰ্দ্ধিত করা রাজার উচিত নহে। ইহা দ্বারা কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ কিছুই রক্ষা পায় না। যাঁহাকে কল্পতরুর ন্যায় পাইয়া মহাত্মারা সুখে বিশ্রাম করেন তাঁহারই শ্লাঘ্যজীবন, এবং সম্পদের ফল যে ভোগ ইহা তাঁহারই পক্ষে সত্য। শ্রীমান্ লোকের সেই বিকাশিনী শ্রীতে কি লাভ যদি তাহা সুহৃৎ ও বন্ধুরা বিশ্বাসের সহিত ভোগ না করিতে পায়। আপদমুখে আপ্ত লোকদিগকে পরীক্ষা করিবে এবং সূর্য্য যেমন মেঘদ্বারা জল দেয় সেইরূপ তাহাদিগকে ধন দিবে। যাহারা কার্য্যজ্ঞ ও কার্য্যপটু এবং পূতচরিত্র ও উদযোগী সেই সকল লোককেই সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ করিবে। যে ব্যক্তি যাহাতে অভিজ্ঞ তাহাকে সেই বিষয়েই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিষয় অনেক হইলেও যে ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণে সমর্থ সে তদনুসরণেই নিযুক্ত হয়। জীবন ধনাগারের অধীন, রাজা বিশ্বাসীকেই তাহার রক্ষাভার দিবেন এবং মিতব্যয়ী হইয়া প্রতিদিন স্বয়ং তাহার পরীক্ষা করিবেন। কৃষি বাণিজ্য দুর্গ সেতু হস্তিবন্ধনস্থান খনী আকর এবং লোকপরিত্যক্ত শূন্য গৃহ এইগুলি ধনাগমের মূল। রাজা এই সকলের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। শস্যপূর্ণা বসুন্ধরাই লোকের ভোগ্য। সেই ফল শস্যের প্রতি নানা উপদ্রব আছে, যে নিযুক্ত অর্থাৎ বেতনভুক্ত হইয়া তৎসমুদায় রক্ষা করে সে, চৌর ও রাজবল্লভ এই কয়েকটী হইতে প্রজা স্ব স্ব ক্ষেত্র রক্ষা করিবে। ধেনুকে যেমন পালন ও দোহনও করে সেইরূপ রাজা এই সমস্ত প্রজাপালন ও যথাকালে ইহাদের কর গ্রহণ করিবেন। যাহার ফল পুষ্পের প্রয়োজন সে লতামূলে জলসেক করিয়া তাহাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্ররূঢ় দুষ্ট ব্রণের ন্যায় উপচয় অর্থাৎ আগাছা উন্মূলন করে, রাজা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বৃদ্ধির জন্য সেইরূপেই প্রজাদিগকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া বৰ্দ্ধিত করিবেন। যে সমস্ত পাপাশয় রাজার স্বল্পমাত্রও অপকার করে তাহারা অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং প্রজারা তাঁহার কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ করিবে না। এই-

রূপে রাজা প্রজাপালন পূর্ব্বক নিজের কোষবৃদ্ধি এবং কালে তাহা ব্যয় করিবেন। তিনি ধর্ম্মার্থ ব্যয় করিয়া যদি ক্ষীণ-কোষও হন তাহা হইলে সুরগণের পীতাবশেষ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সেই কৃশতাও শোভার কারণ হয়। শাস্ত্রে বলে বুদ্ধিমান বৃহস্পতিরও ব্যবহারকালে একটা সর্ব্বসাধারণ অবিশ্বাস ছিল, রাজা সেইরূপ সর্ব্বসাধারণ অবিশ্বাস পোষণ করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করিবেন। তিনি অবিশ্বাসীকে আপনার প্রতি বিশ্বাসে আনিবেন এবং বিশ্বস্তকে অতি বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু তাঁহার যাহার প্রতি বিশ্বাস সেই-ই ঐশ্বর্য্যবান হয় সন্দেহ নাই।

রাজা শ্রেয়োলাভের জন্য পুত্রগণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। ইহারা অর্থলোভে অনেক সময়েই পিতৃহত্যা করে। এবং নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় উগ্র হইয়া মদোন্মাদে ভ্রাতারও বধসাধন করিয়া থাকে। মদান্ধ রাজপুত্রেরা যে রাজ্যের প্রার্থী হয় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আঘ্রাত মাংসখণ্ডের ন্যায় তাহা অতি ক্লেশেই রক্ষিত হয়। ইহারা নানারূপে রক্ষ্যমাণ হইয়া যদি কোনওরূপ ছল পায় তাহা হইলে সিংহশাবক যেমন পালককে বিনাশ করে সেইরূপ রক্ষককে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব রাজা ভৃত্যবর্গের দ্বারা পুত্রগণকে শিক্ষিত করিবেন। রাজকুমার অশিক্ষিত ও দুর্ব্বিনীত হইলে কুল আশু বিনাশ পায়। রাজা শিক্ষিত ও বিনীত ঔরসজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। যদি দুর্ব্বৃত্তও হয় পরিত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ সে ইহাতে নানারূপ ক্লেশে পড়িয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃহত্যা করিতে পারে। দুষ্ট হস্তীকে যেমন কৌশলে বন্ধন করে দুর্বৃত্তকে সেইরূপেই আয়ত্ত করিবে। যদি সে ব্যসনাসক্ত হয় তাহা হইলে তন্নিবন্ধন তাহাকে ক্লেশে ফেলিবে, অধিক কি এমন ক্লেশ, যে, সে অসহিষ্ণু হইয়া আবার পিতার শরণাপন্ন হইতে পারে। রাজা শয়ন উপবেশন পান ভোজন বস্ত্রালঙ্কার সকল বিষয়েই অপ্রমাদী হইবেন এবং বিষদষিত বস্ত্র হইতে দরে থাকিবেন। বিষঘ্ন মণিমাণিক্য সর্ব্বদা ধারণ করিবেন এবং ভিষকবেষ্টিত হইয়া পরীক্ষিত বস্তু আহার করিবেন। ভৃঙ্গরাজ শুক ও শারিকা বিষাক্ত সর্পদর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চীৎকার করে, ক্রৌঞ্চ বিষ দেখিলে উন্মত্ত হয় এবং কোকিল মরিয়া যায়। ফলত জীবমাত্রেরই বিষ দর্শনে গ্লানি জন্মে। রাজা এই সমস্ত পক্ষীর অন্যতম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া আহার করিবেন। ময়ূর ও পৃষত ছাড়িয়া দিলে সর্পের প্রাদুর্ভাব থাকে না অতএব গৃহে নিত্য ঐ দুই পক্ষী ছাড়িয়া দিবে। ভোজ্য অন্ন পরীক্ষার্থ প্রথমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে পক্ষীদিগকে দিবে। বিষযোগে বহ্নিজ্বালা সধূম ও সুনীল হয় এবং তাহা হইতে শব্দস্ফোট হইতে থাকে। আর বিষলিপ্ত অন্নে পক্ষীদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বিষ পরীক্ষার নিম্নোক্ত এই সমস্ত চিহ্ন। বিষদিগ্ধ অন্ন শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়, তাহাতে একটু উষ্মা ও কৃষ্ণবর্ণের একটু চিক্কণতা দাঁড়ায় এবং উহা সম্পূর্ণ মাদক হয়। ব্যঞ্জনও বিষদূষিত হইলে শুষ্ক এবং পচিলে তাহার ফেন শ্যামবর্ণ হইয়া যায় আর তাহার গন্ধ স্পর্শ রস বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমিশ্রিত রসে হয় অতিরিক্ত নয় ক্ষীণ একটা ছায়া পড়ে এবং তাহাতে ফেনরাজি ও ঊর্দ্ধরেখা দেখা যায়। রসের রেখা নীল, দুগ্ধের তাম্র, মদ্য ও জলের কোকিলের ন্যায় আভা হইয়া থাকে। আর তাহা সরন্ধ্র হয়। বিষজ্ঞেরা বলেন আর্দ্র বস্তুমাত্রই বিষসংযোগে তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া যায়, এবং পাক ব্যতীত পচিয়া উঠে এবং শ্যামবর্ণ হয়। আর শুষ্ক বস্তু মাত্রেরই বিষবিকারে বিশীর্ণতা ও আশু বিবর্ণতা দৃষ্ট হয় এবং মৃদুটা খর আর খরটা মৃদুভাব ধারণ করে। প্রাবার ও আস্তরণ বিষাক্ত হইলে শ্যামবর্ণ মণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় এবং তন্তু ও লোম ঝরিয়া পড়ে। ধাতু ও মণি বিষপ্রভাবে মলপঙ্কোপলিপ্ত এবং তাহার প্রভাব চিক্কণতা গুরুতা স্পর্শ ও বর্ণ এককালে নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি বিষদায়ী তাহার মুখ বিবর্ণ হয়, 'মুহুর্মুহু হাইতুলিতে থাকে, তাহার পদস্খলন ও ঘর্ম্ম হয়,

ইতস্তত তাকায়, ছটফট করে এবং যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই বিমূত্র ত্যাগ করে। সুচতুর ব্যক্তি এই সমস্ত চিহ্নে তাহাকে ধরিবে। রাজা ঔষধ পান পানীয় ও ভোজন যে প্রস্তুত করিয়াছে তাহাকে আস্বাদন করাইয়া পশ্চাৎ খাইবেন। পরিচারিকারা তাঁহার যা কিছু বস্ত্রালঙ্কার তৎসমুদায় পরীক্ষিত ও মুদ্রিত পেটিকাবদ্ধ অবস্থায় আনিয়া দিবে। অন্যের হাত দিয়া যাহা আসিবে তৎসমস্তই পরীক্ষা করিবে। এইরূপে রক্ষিপুরুষেরা আত্মপর সকল হইতেই রাজাকে রক্ষা করিতে থাকিবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২১৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩১।৶৩
সমষ্টি	...	৯৫৩৶৩
ব্যয়	...	৩৮২৸০
স্থিত	...	৫৭০।৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একুকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৭০।৶৩

৫৭০।৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৬০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩২০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

Pandit Jwala Persad C. S.
২০৲

৩৬০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২।৶০
পুস্তকালয়	...	৪৸৴০
যন্ত্রালয়	...	২২॥৵
গচ্ছিত	...	।৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৸০
সমষ্টি		৪২১৸০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬৫৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪৸৶০
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	৯২॥৬
সমষ্টি		৩৮২৸০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXV.

OUR HOPE.

" যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।"

"What shall I do with that which can not make me immortal."

When the God-devoted Rishi Yajnavalkya was dividing his wealth and property among his wife, the God-knowing Maitreyi, and other relatives, preparatory to his renunciation of the life of the house-holder, Maitreyi asked of the Rishi, "O Husband, if all this wide world is replenished with gold and silver, and I become its owner, can it gain for me immortality ?" "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য"—Yajnavalkya answered "No, it can not,"—"যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ"—"then, as the worldling's life is passed with certain things necessary for sublunary existence, so shall be your life," "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—"there is no hope for immortality from gold and silver." The Eternal and the True can not be acquired by things that are transitory and unreal. "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" Having heard this answer, Maitreyi exclaimed, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—what shall I do with that which can not make me immortal, which can not save me and by which I can not obtain God.

Every individual is subject at times to that feeling of want in the heart which Maitreyi felt when she put this question to her Rishi-husband. When the high end of life is reflected on the mind, and we discover that we are far from realizing it, we feel a void in us which the world with all its joys can not fill and a deep, internal sense of want which all its wealth can not gratify. Then, as the hart, tormented by thirst, seeks the waterbrook, so do we everywhere seek the Lord ; then we go about asking every body about Him, and repair to every place where we can descry any signs of Him. We go to those places where saintly men congregate and His glory is descanted. We first feel in us a want which nothing of the world can satisfy ; it is followed by a yearning in the soul, which creates the spirit of inquiry, and then impelled by it we seek everywhere the object of our craving. At the same time is born in us a desire to keep ourselves pure and chaste, for we become conscious of the truth that He whom we seek is pure and holy and impervious to sin. Then we begin to pray to God with our whole heart, and resign ourselves to Him, and are soon blessed by the sight of His countenance of love. But if I have not purified myself, if I have cherished a secret sin in the recesses of my heart, I can not then see God. Unconscious of this reason, I wonder why the Lord reveals Himself not to me. But no sooner than I immolate my sinful propensities at the altar of God and open the doors of the heart for Him to enter, I behold Him installed therein. Such is the bond of union between God and the human soul. What a treasure do we gain when we behold the rise of that self-manifest Sun from amidst the darkness of the sorrow enshrouding our heart ! Then, through exhilaration, the hairs

on our body erect themselves, our eyes shed tears of love and our hearts are filled with a holy joy. But we can not long contain that joy—we can not long retain the treasure of God in the heart. Now he cometh to our heart and then He departeth from it. He maketh Himself visible to us at intervals, and when He does so, we feel ourselves blessed beyond speech. We do not obtain Him as often as we wish. After we once realize the joy and goodness of God in the heart, our thirst for them is intensified a hundredfold. Then all that we wish to do is to seek the company of saintly and godly men, to endeavour to find out the places where we can resort to appease this thirst of the soul, and to determine the work by accomplishing which and the state of the soul by elevating ourselvas to which, we can keep God perpetually in our heart. Then the will to obtain God and our prayerfulness acquire a strength which is a hundred times greater than their usual strength. Then we raise up our voice to the Lord and say "When Thou hast come to and revealed Thyself in our heart, why dost Thou not remain there for ever ? When once hast Thou rendered ourselves blessed by Thy manifestation, then do Thou so bless us again and again. Come and dwell within this cottage of our body and vouchsafe Thy mercy unto us." Thus, as we in that stage of spiritual life apply ourselves with devotion to obtaining God, we take every care to keep our hearts pure ; we exert ourselves with all our might to keep ourselves free from sin, so that we may be able to instal in our heart and worship that Holy Being who can not be pierced by sin. Nothing then causeth more fear to us than the probability of losing sight of the face of God in its gracious aspect. When the holy wish of worshipping God in the heart predominates in it, we easily overcome the perils of the world, prosperity and adversity lose their power over us, duty is divested of its austerity, the thorns on the path of righteousness do no more prick into our body, and hope and fear and happiness and misery are then all centred in God. When we obtain God we obtain all wealth ; but when we lose Him, life becomes all emptiness, all despair and all darkness. So long as the aim of the soul is steadfast towards Him, as is the needle of the compass towards the Polar star, we can have no fear. Even when all around us waves rise high, and storms rage, and dangers beset us, and sadness afflicts us, we surmount all obstacles and overcome all misery and affliction, only by the continued blessed vision of His countenance.

Ye Brahmos ! Ye should be on your guard that ye may not swerve from this high end and aim of your life. Let not your will be divided into twain. Ye should have one will and that is to obtain God, and all your desires should be subordinated to it. God only is your aim—He who is একমেবাদ্বিতীয়ং or the One only without a second. The will to obtain Him should be supreme in you. That will is youi sovereign, your minister, your guide ; all your desires, and all your faculties, propensities and appetites are like slaves to that supreme will. We are Brahmos, and our relations are with Brahma or God, and this relationship is eternal. Ought we keep ourselves occupied only with matters of worldly profit and loss like an ordinary worldling ? Must our life, like that of the wordling, "উপকরণবতাং জীবিতং" "be passed with only the things necessary for sublunary existence" ? Should we banish all love for God from the heart and transform it into a stone, and keep ourselves absorbed only in the

acquisition and enjoyment of wealth, in the performance of ceremonial observances, and in works that promote worldly ends ? The sun and the moon, the beasts and the birds and all that exist are doing God's work. Who can work for God so tirelessly as does the sun ? Who can do so great a good to the world as do the clouds by the waters they pour down ? Should we work for God unconsciously like the inanimate sun and cloud ? It is the precept of Brahmoism that we should perform willingly and with love the works which God loveth. Let our will be not so divided that we may long for God and at the same time wish to serve the world. Let us serve the world if we can serve it after obtaining God ; otherwise we shall have nothing of the world. Let this be our attitude. God is perpetually granting and will ever grant us all sublunary enjoyment that is essential for the well-being and progress of the soul. "যথা তথ্য তোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ," "At all times He dispenseth to all His creatures all that is necessary for their existence." Even those stony mountains that are the abode of snow the Lord did not people with living beings until He had provided those regions with the means for the sustenance of those creatures. Should He then forget us ? He preserved us even while in the darkness of our mother's womb we lay unconscious, and should He not preserve us now ? Should God appear at this moment before us, flashing forth as a flood of light, and command us to pray for a boon, what should be our prayer ? Should we pray, "Grant, O Lord, that we may have food every day and raiment whenever we require it," or must our prayer be, "Mercifully hast Thou now revealed Thyself to me ; with equal mercy, O Supreme Spirit, abide before my eyes everlastingly, and dwell in my heart and be my sustenance for eternity." As we do not pray to God for the pleasures of this world, so we do not hanker for enjoyment in the next. We never pray to be translated to the *Indra loka* to reign over it or to *Swarga* or Paradise for the enjoyment of its pleasures—to drink wine and keep ourselves sorrounded by *Apsaras* or the imaginary courtezans of that fabled higher world. Such morbid imagination, such littleness is not of us. Brahmoism does not say that "চন্দ্রলোকে বিভূতিং মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে" "one goes to the moon through the influence of his virtuous deeds and after enjoying the wealth of that world one is born again on this earth." We Brahmos crave not for the wealth of the moon nor court the misery of this world ; our attraction is God. The bountiful Giver of all joy and happiness alone knoweth with what means of enjoyment has He equipped the spheres of Heaven for us, but we feel that if we can but obtain Him there, we shall have then all our desires gratified, and we shall have then acquired all wealth. It is not Heaven or Hell that we are thinking of but God, and we are seeking Him only. So long as we exist, may we exist with the Lord, and may we enjoy more and more the holy joy of His company as we go on progressing from one nether sphere to a higher one, growing and developing in spirituality ; that is our sole aspiration.

O Supreme Spirit, when it is Thou who sendest this lofty hope to our heart, We must be sure that Thou wouldst fulfil it. Here we are brought into union with Thee ; for eternity shall we dwell with Thee ; through everlasting ages shall we advance in Thy path. This is our hope. Do Thou fulfil this hope.